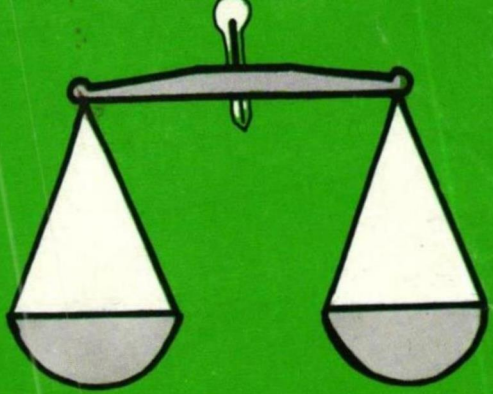

কারাগার থেকে আদালতে
অধ্যাপক গোলাম আযম

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

কারাগার থেকে আদালতে অধ্যাপক গোলাম আযম

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

কারাগার থেকে আদালতে
অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশকঃ
খালেদ সাইফুল্লাহ
আল ইসলাহ প্রকাশনী
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

প্রকাশকালঃ
প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর–১৯৯২ ইং
কার্ত্তিক–১৩৯৯ বাংলা
জমাদিউল আওয়াল–১৪১৩ হিঃ

বিনিময়ঃ ১২ টাকা মাত্র

মুদ্রণেঃ
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৪৩৫, বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ– ৪১ ৬০ ৫৩

Karagar Theke Adalote Othhyapok Gholam Azam by Prof. Mujibur Rahman Published by Khaled Saifullah. Price Tk.Twelve only.

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন অসসালাতু অসসালামু আলা রাসুলিহিল কারিম অআলা আলিহি অআসহাবিহি আজমায়ীন।

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম গত ২৪/০৩/১৯৯২ তারিখ হতে এ পুস্তিকা রচনা পর্যন্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থান করছেন। জেলখানায় তিনি কেমন আছেন এ প্রশ্ন আজ সকলের। সেই সাথে তার মামলার অবস্থা কি এটাও একটা গণপ্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই পুস্তকটি রচনা করাহয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার বিধান অনুযায়ী চলার জন্যই যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিছেন। তাঁদের পর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এর মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। যাঁরাই যখন এ মহান কাজের আঞ্জাম দিতে এগিয়ে এসেছেন তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার জেল জুলুম নির্যাতন চালানো হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনে জেলখানার সাক্ষাত স্বাভাবিক। তাছাড়া রাসূল (সঃ) বলেছেন "আদদুনয়া সিজনুল লিল মোমেনে অল জান্নাতো লিল কাফেরে"– অর্থাৎ মোমিনের জন্য দুনয়া একটি কারাগার আর কাফেরের জন্য জান্নাত। মোমিন পৃথিবীকে জেলখানার মত মনে করেই জীবন যাপনে সতর্ক হয়ে চলবে। অন্যদিকে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্যই আদালত। বিচার ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ রাখার দাবী বিশ্ববাসী সকলেরই। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে রাখার জন্য ও টিকে থাকার জন্য অনেক সময় আদালতকে নিরপেক্ষ থাকতে দেয় না। এরপরও মানুষ সুবিচার পাবার আশায় আদালতের শরণাপন্ন হয়। অধ্যাপক গোলাম আযমের জন্মগত অধিকারের উপর যে জুলুম করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার প্রতিকারের জন্যই আদালতে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে মামলা করা হয়। এ মামলার বিবরণ, শুনানী ও রায় সম্পর্কেও বেশ কিছু কথা এখানে দেয়া হয়েছে।

সময় অভাবে বেশ কিছু জিনিষের ঘাটতি থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া কিছু ভুলত্রুটি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। এ জন্য এগুলো গোচরীভূত করলে সংশোধন করা সম্ভব হবে। বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে যাদের সহযোগিতা নিয়েছি এবং যারাই সহযোগিতা করেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন আল্লাহ তাদের সকলকেই উত্তম পুরস্কার দান করুন– আমীন।

মুজিবুর রহমান
১১৮, কাজি অফিস লেন
মগবাজাব, ঢাকা–১২১৭

www.pathagar.com

সূচী পত্রঃ—

১· কেমন আছেন আমীরে জামায়াত	৫
২· নামাজ	৬
৩· ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নিলেন	৭
৪· এই সেই শেখ মুজিবের কালো নোটিশ	৮
৫· কারাগারে নেয়ার অজুহাতঃ গভীর রাতে নোটিশ	৯
৬· স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের নোটিশের জবাব	১০
৭· সরকারী আচরণের প্রতিবাদে আমীরে জামায়াত	১২
৮· জাতীয় সংসদে আমীরে জামায়াত প্রসংগ	১৩
৯· সংসদে মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণ	১৫
১০· যুক্তির উপরে অধ্যাপক গোলাম আযম	১৯
১১· মামলা সংক্রান্ত তারিখ সমূহ	২২
১২· শুনানী ও মামলার রায়	২৪
১৩· বিচারপতি ইসমাইল উদ্দীন সরকারের রায়	২৫
১৪· বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরীর রায়	২৭
১৫· ব্যরিষ্টার এ আর ইউসুফের মজবুত যুক্তি	৩০
১৬· মামলার উপসংহার	৩৭
১৭· এক নজরে অধ্যাপক গোলাম আযম	৩৮
১৮· জেনে রাখা ভাল	৪০
১৯· আড়াই মাসে শত্রু কর্তৃক হামলার খতিয়ান	৪২
২০· শাহাদাতের নজরানা 'দশটি গোলাপ'	৪৬
২১· গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জামায়াতের সাংবাদিক সম্মেলন	৪৭
২২· অর্ধ লক্ষাধিক জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শন	৫১
২৩· লন্ডনে বিক্ষোভ ও মুক্তিদাবী	৫২
২৪· সৌদী আরবে প্রবাসীদের দাবী	৫৩
২৫· ইরানে অবস্থানরত বাংলাদেশী ডাক্তারদের বিবৃতি	৫৪
২৬· আমেরিকার শিশু কিশোরদের দাবী	৫৪
২৭· অন্যান্য দেশে	৫৭
২৮· স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি	৫৮
২৯· টার্গেট গোলাম আযম নয়, টার্গেট ইসলাম	৬১
৩০· বায়তুল মোকাররমে খতীবের বক্তব্য	৬২
৩১· কাবা শরীফের ইমামের দোয়া	৬২

www.pathagar.com

بِسمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

কেমন আছেন আমীরে জামায়াত

জেলখানায় যারা গিয়েছেন এবং একদিন হলেও কারাজীবন কাটিয়েছেন তাঁরা এ প্রশ্ন সাধারনতঃ করেন না। প্রশ্ন করলেও শারীরিকভাবে কেমন আছেন এটা জেনে নেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন।

কিন্তু সাধারণ মানুষ যাঁদের পক্ষে জেলখানার দরজা পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়নি, বাইরে থেকে জেলখানার বিশাল প্রাচীরটিই শুধু দেখেছেন তাদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্নের জবাব জানার আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে যেখানেই দেখতে পান সেখানেই তারা প্রথম একটি প্রশ্ন জানতে চান। আর সে প্রশ্নটি হল কারাগারে অধ্যাপক গোলাম আযম কেমন আছেন?

আলহামদুলিল্লাহ, আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম জেলখানার মধ্যে ভাল আছেন। শারীরিকভাবে মাঝখানে একটু অসুস্থ ছিলেন পা ফুলে যাওয়া আর মাজায় ব্যাথা অনুভব করছিলেন, এখন পা ফুলে যাওয়াটাও কমেছে সেই সাথে মাজার ব্যাথাও কমেছে। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁর রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করেছেন। এক্সরে ও ই সি জি করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা ধরা পড়েনি। শুধুমাত্র চিনি বা মিষ্টি খাবার পরিমান একটু কমানোর জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। একটি কথা না বললে হক আদায় হয় না। তাহল আমীরে জামায়াত বলেছিলেন যেখানেই যাবেন আমার কথা জিজ্ঞেস করলে প্রথমে আমার সালাম তাকে বা তাদেরকে পৌছিয়ে দিবেন। এ জন্য এ হক আদায় করার লক্ষ্যে পাঠককে তাঁর সালাম পৌছে দিলাম (বিঃ দ্রঃ অনুপস্থিত ব্যক্তির সালামের জবাবে অআলাইকা অআলাইহিস সালাম' বলতে হয়)।

কারাকক্ষটির সামনে বারান্দা আছে। কক্ষটিতে আলো বাতাস প্রবেশ ও বের হবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। ঘরে লাইট আছে একটি প্যাডেষ্টাল ফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাট, তোষক, চাদর ও বালিশ আছে। মশারীর ব্যবস্থাও

www.pathagar.com

আছে। মাটির কলসে খাবার পানির ব্যবস্থা আছে। একজন খেদমতগার আছে। জেলখানায় এদের দ্বারা ব্যবস্থাপনারও কাজ করে নেয়া হয়। চেয়ার টেবিলে বসে লেখা পড়ার ব্যবস্থা আছে। স্যানিট্যারি টয়লেট আছে।

খাওয়া দাওয়া ভালই হয়। প্রথম শ্রেণীতে প্রাপ্ত খানা দানার সকল সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। প্রতিদিন দেড়পোয়া ওজনের সমান গোশ্ত সমপরিমাণ মাছ, মাখন, দুধ, চিনি, কলা, রমজান মাসে ডাবসহ অন্যান্য ফলমূল ইত্যাদি দেয়া হয়। আমীরে জামায়াত অত পরিমাণ খানা খেতে পারেন না। ফালতু (খেদমতগার) দেরকে অবশিষ্ট খাবার দিয়ে দেন।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, হাদীস অধ্যয়ন ও অন্যান্য পড়াশোনায় বেশীর ভাগ সময় ব্যয় হয়। লেখার অভিজ্ঞতা জেলখানায় সময় কাটানোর প্রধান মাধ্যম। এ পর্যন্ত ২৬শ পারার সহজ অনুবাদ সহ কয়েকটি পুস্তক রচনা সমাপ্ত হয়েছে। লেখার কাজ অব্যাহত আছে। কোরআন শরীফের বিভিন্ন অংশ মুখস্থের কাজ চলছে। মুখস্থ বিষয় যা অস্পষ্ট ছিল অথবা স্মৃতিতে মজবুত ছিল না সে অংশগুলো দুরস্ত করার কাজ চলছে।

নামাজ

জেলখানায় গিয়ে আমীরে জামায়াতকে সকল নামাজ একাকীই পড়তে হয়। জুমআর নামাজ এমনকি ঈদের নামাজও তিনি জামায়াতে পড়তে পারেন না। জামায়াতে নামাজ পড়ার জন্য যিনি আজীবন সাধনা করলেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই জামায়াতে যিনি পড়তে অভ্যস্থ, জামায়াতে নামাজ পড়ার ও পড়ানোর জন্য যিনি জীবন যৌবন কাটিয়ে দিলেন আজকে তিনি জামায়াত থেকে বঞ্চিত। নিরাপত্তার কারণেই নাকি তাঁকে কোন জামায়াতে শরীক হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। সেই ২৪–০৩–৯২ তারিখে এশা ও তারাবীর নামাজ জামায়াতে আদায় করেছেন এখন পর্যন্ত কারাগারে জামায়াতে নামাজ আদায় থেকে বঞ্চিত আছেন। ডিটেনশান অর্ডার আরো তিন মাস বাড়ানো হয়েছে। ডিটেনশান অর্ডার ছিল তিন মাসের। যে ফরেইনার্স এ্যাক্টে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাতে তাকে ৬ মাসের বেশী আটকিয়ে রাখতে পারে

www.pathagar.com

না। ২৪শে সেপ্টেম্বর ৬ মাসের সময়সীমা শেষ।

১২–০৯–৯২ সরকার দু'জন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ও জয়েন্ট সেক্রেটারী সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে। সে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আরো ৪ মাস আটকাদেশ বৃদ্ধি করা হয়। উল্লেখ্য যে ডিটেনশানের দুটি নোটিশের উপরই মুহতারাম আমীরে জামায়াত আপত্তি সহ স্বাক্ষর করেন।

জেলখানার ভিতরে এক ব্যান্ড রেডিও যেহেতু অনুমোদিত সেহেতু রেডিওর খবর শুনতে পান। পত্র পত্রিকার মধ্যে দৈনিক সংগ্রাম ও ইত্তেফাক দুটি পত্রিকা পড়ার সুযোগ হয় নিয়মিত।

প্রথমে নিয়ম ছিল প্রতি সপ্তাহে একবার কেবলমাত্র তাঁর আত্মীয় স্বজন দেখা করতে পারবেন। অতপর আরও সময় বাড়িয়ে দশ দিনে একবার সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া হয়। এখন পুরো ১৫ দিনে একবার কেবলমাত্র আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে দেয়া হয়। বিকেল ৪টা হতে ৫টা সাক্ষাতের সময়। কোন ফলমূল বা বই পুস্তক দিতে হলে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের অনুমোদন সাপেক্ষে দেয়া যায়।

ঝুঁকিপূর্ণ পথ বেছে নিলেন

'১৯৫০ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম তাবলীগে জামায়াতের সাথে জড়িত হন। ১৯৫২–৫৪ সাল পর্যন্ত রংপুর তাবলীগ জামায়াতের আমীর ছিলেন। তাবলীগ জামায়াতে রাজনীতি, অর্থনীতি বা সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন দিক নির্দেশনা না থাকায় শুধুমাত্র তাবলীগ জামায়াতের কাজ করে তিনি তৃপ্তি পাননি। তমদ্দুন মজলিশের কার্যক্রমে শরীক হয়ে এ অভাব তিনি পূরণ করেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি তমদ্দুন মজলিশ রংপুর জেলার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে তিনি গাইবান্ধায় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠক মরহুম আব্দুল খালেক সাহেবের কাছে জামায়াতের দাওয়াত পান। ১৯৫৪ সালের ২২ শে এপ্রিল জামায়াতের মুত্তাফিক ফরম পূরণ করেন। জামায়াতে যোগ দেয়ার পরই জীবনের উপরে নেমে আসে জেল জুলুম

www.pathagar.com

আর নির্যাতন। তাবলীগ জামায়াতের দায়িত্ব পালনের সময় তেমন কোন পরীক্ষা আসেনি। জামায়াতে আসার পর হতেই শুরু হয়েছে পরীক্ষা। পরীক্ষা চলছে কারাগারে। পরীক্ষা এখন কারাগার থেকে আদালতে।

এই সেই শেখ মুজিবের কালো নোটিশ

১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় হতে একটি নোটিশ মোটিফিকেশাননং 403-Imn/III জারী করা হয়। নোটিশে বলা হয়ঃ–

Whereas it appears that the persons specified below have been lying abroad since before the liberation of Bangladesh and by their conduct can not be deemed to be citizens of Bangladesh.

And where as the said persons have continued to citizens of Pakistan.

Now therefore the government declares under article 3 of the Bangladesh .citizenship.(Temporary provisions) order 1972 (P.O. No. 149, 1972) that the persons specified below, do not qualify themselves as the citizens of Bangladesh.

1. Mr. Hamidul Haque choudhury
2. Mr. A.T. Saadi, Advocate
3. Prof. Ghulam Azam
4. Mr. Qurban Ali, Bar-at-law

.....

এভাবে ৩৯ জন ব্যক্তিকে তাদের আচরণের অজুহাতে তাদের জন্মগত অধিকার নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাম ৩য় নম্বরে। উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারাই দরখাস্ত করেছে তাদেরকেই নাগরিকত্ব দিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার স্বীকারে পড়েন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম।

www.pathagar.com

কারাগারে নেয়ার অজুহাতঃ একটি নোটিশ

তারিখঃ ০৯–১২–৯৮ বাং / ২৩–০৩–৯২ ইং

প্রতি ঃ প্রফেসর গোলাম আযম
পিতা–মৌলানা গোলাম কবির
বর্তমানে অস্থায়ীভাবে ১১৯, কাজী অফিস লেন
বড় মগবাজার, থানাঃ রমনা
ঢাকা–১৭।

১। যেহেতু আপনি, প্রফেসর গোলাম আযম, পিতা–মৌলানা গোলাম কবির, বাংলাদেশী নাগরিক নহেন, কারণ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিকৃত বিজ্ঞপ্তি নং–403-Imn/III তারিখ ঢাকা ১৮–৪–৭৩ ইং দ্বারা আপনাকে বাংলাদেশের নাগরিক থাকার অযোগ্য ঘোষণা করা হইয়াছিল।

এবং

২। যেহেতুআপনিনিবন্ধনকৃত বিদেশী।

এবং

৩। যেহেতু আপনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কাজ করিয়া জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশের আমীর হইয়াছেন।

এক্ষণে

অতএব, আপনাকে আগামী ২৪ শে মার্চ বেলা ১০ ঘটিকার মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, কেন আপনাকে বাংলাদেশ হইতে বহিস্কার করা হইবেনা এবং আইনগত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবেনা।

(এম,এ,এন, ছিদ্দিক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

www.pathagar.com

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের নোটিশের জবাব

Prof. Ghulam Azam তারিখ ১৮–০৯–১৪১২ / ২৪–০৩–৯২

119, Kazi Office Lane maghbazar
Dhaka-17 Bangladesh

প্রতি
এম,এ,এন ছিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, বহিরাগমন শাখা–১
সূত্র স্বঃ মঃ ৯ বহিঃ–১ ১/১৩৪ তা। ২৩–০৩–৯২ ইং
কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব

জনাব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌।

আপনার উপরে উল্লেখিত কারণ দর্শানোর নোটিশ আজ ২৪ শে মার্চ ভোর তিনটায় আমার স্বীয় বাস ভবনে হস্তগত হইয়াছে।

২। উক্ত নোটিশে আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

৩। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিজ্ঞপ্তি নং 403-Imn/III তারিখ ঢাকা ১৮–৪–৭৩ ইং আমার উপরে জারী করা হয় নাই। উক্ত নোটিশটি ছিল তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পক্ষপাতদুষ্ট। তাহাছাড়া উক্ত নোটিশে যাহাদেরকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষনা করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাদের সকলের নাগরিকত্বই পূর্নবহাল করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

৪। আমি ১৯৭১ সালের ২২ শে নভেম্বর করাচী গিয়াছিলাম এবং ৩রা ডিসেম্বর আমি বিমান যোগে ঢাকায় আসছিলাম। কিন্তু যুদ্ধের কারণে আমাকে বহনকারী বিমান ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করিতে পারে নাই। তারপর আমাকে বহনকারী বিমান জেদ্দা অবতরণ করে এবং কয়েক মাস পর আমি লন্ডন চলে যাই। অতঃপর বাংলাদেশে আসিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হই এবং অবশেষে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে নিজ দেশে ফিরিয়া আসি।

বাধ্য হইয়া আমি পাকিস্তানী পাসপোর্ট ট্রাভেলস্ ডকুমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করি। দেশে ফিরিয়া পাকিস্তানী পাসপোর্ট সরকারের নিকট জমা দেই এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করি এবং বাংলাদেশের প্রতি আমার আনুগত্য শপথ Confirm করি।

৫। যেহেতু আমি এবং আমার পুর্বপুরুষগণ সকলে বাংলাদেশের ভূসীমার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করি এবং যেহেতু আমি কখনও আমার নাগরিকত্ব পরিত্যাগ (Renounce) করি নাই সেইহেতু জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হইবার সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং ইহা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নহে।

৬। আমি গত ১৪ বছর যাবত বাংলাদেশে আমার নিজস্ব বাস ভবনে নির্বিঘ্নে বসবাস করিয়া আসিতেছি। সরকার Law of acquiences মোতাবেক স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে আমি বাংলাদেশের নাগরিক এবং ইহা সরকার এখন আইনতঃ অস্বীকার করিতে পারেনা। অধিকন্তু সংবিধানের ৩১,৩৬,৩৯ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা আমার অধিকার সংরক্ষিত।

৭। রাজনৈতিক চাপ ও উদ্দেশ্যে প্রনোদিত হইয়া আমাকে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় দেওয়া হইয়াছে। আমি যাহাতে সকল সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ করিতে পারি সেজন্য আপনার নিকট হইতে ব্যক্তিগত শুনানীর সময় চাই। সকল আইন মোতাবেক আমি জন্মগততাবে বাংলাদেশের নাগরিক এবং বিদেশী নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশ হইতে আমাকে বহিষ্কার করা কিংবা আমার বিরুদ্ধে অন্যকোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের প্রশ্নই উঠেনা। যদি এমন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহা বেআইনী এবং আইনের দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য বলিয়া গন্যহইবে।

(গোলাম আযম)
তারিখঃ ২৪/৩/৯২ ইং

সরকারী আচরণের প্রতিবাদে আমীরে জামায়াত

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তথাকথিত শোকজ নোটিশ গত রাত তিনটার সময় আমার বেড রুমের বারান্দায় দু'জন পুলিশ অফিসার আমার হাতে দিলেন। এরও এক ঘন্টা আগে রাত দু'টায় আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে পুলিশ কর্মকর্তা কথা বলা প্রয়োজন মনে করেছেন। আমি কোথাও লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম না। সরকার সকালে কি ঐ নোটিশ পৌছাতে পারতেন না? রমযানের রাতে এ আচরণের এমন কি প্রয়োজন ছিল?

আরও কৌতুকের বিষয় যে রাত তিনটায় বিলিকৃত নোটিশে আজ সকাল ১০টার মধ্যে আমার বক্তব্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌছাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে নোটিশ গত ১৪ বছরেও দেয়া সরকার কর্তব্য মনে করেননি তা এভাবে পরিবেশন করা কেন প্রয়োজন মনে করলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

সাত বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে থাকার সময়ও যেমন আমার বিরুদ্ধে সরকার অথবা অন্য কেউ কোথাও কোন মামলা দায়ের করতে পারেননি, তেমনি দেশে ফিরে আসার পর গত ১৪ বছরেও কোন অবৈধ কাজে জড়িত বলে কেউ অভিযোগ দায়ের করতে সক্ষম হননি।

কিছুদিন থেকে আমার কতক রাজনৈতিক বিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠন নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে দেশে সন্ত্রাস ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সরকার নিরব ভূমিকা পালন করেন। ফলে তারা যখন এরকম পদক্ষেপ নেবার জন্য অনেক দূর এগিয়ে যায় তখন সরকার তাদের এ কাজকে অবৈধ ঘোষনা করেন এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেয়। কিন্তু তারা আরও

www.pathagar.com

ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর আইন প্রয়োগ করা হয়নি। অথচ আমার উপর নোটিশ জারী করা হলো।

প্রকৃতপক্ষে এ কাজের মাধ্যমে সরকার সন্ত্রাসীদের অযৌক্তিক দাবীর কাছেই আত্মসমর্পন করেছেন।

ইনসাফ ও সুবিচারের দৃষ্টিতে সরকারের এ আচরণ কতটুকু সঠিক তা বিবেচনার ভার জনগণের উপরই দিলাম।

(অধ্যাপক গোলাম আযম)
আমীর,
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

জাতীয় সংসদে আমীরে জামায়াত প্রসংগ

(এক) প্রথমবার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৮০ সালের ২৭ শে মে এ বিষয়ে সংসদে আলোচনা উথাপিত হয়। কুমিল্লা–১১ আসনের এমপি প্রফেসার মোজাফফর আহাম্মদ এর প্রশ্নের জবাবে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান জানান প্রফেসার গোলাম আযম এর নাগরিকত্ব বিষয়টি বর্তমানে সরকারেরবিবেচনাধীনআছে।

(দুই) দ্বিতীয়বার ১৯৮১ সালের ৫ মে শাজাহান সিরাজের '৭১ বিধি অনুযায়ী জরুরী জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষনীর জবাবে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী অধ্যাপক আব্দুস সালাম বলেন অধ্যাপক গোলাম আযম যে দরখাস্ত করেছেন তা এখনও বিবেচনাধীন আছে।

(তিন) তৃতীয়বার ১৯৮৮ সালে ২৬ শে মে বিরোধী দলের কথিত নেতা আ·স·ম আব্দুর রব সংসদে অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন ও ওয়াক আউট করেন। ৩১ শে মে এ প্রসংগে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ অধ্যাপক এম,এ, মতিন ৩০০ ধারা অনুযায়ী বিবৃতি দেন এবং বলেন "তাঁর

www.pathagar.com

নাগরিকত্ব ফেরৎ দেয়ার কোনও ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত কোন কিছুই নাই।"

৩০ শে মে অধ্যাপক গোলাম আযমের জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষন করলে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব মওদুদ আহাম্মদ বলেন, জনাব আযমের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য যদি দেশ ও আইনের পরিপন্থী হয় তবে সরকার তা বিবেচনা করবেন।

(চার) চতুর্থবার ১২ই জানুয়ারী ১৯৯২ মূলতবী প্রস্তাবে তার প্রসংগ আলোচনা করা হয় সংসদীয় সরকার প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার আমলে। দু'ঘন্টার মধ্যে আলোচনা করার কথা থাকলেও তা ৪ ঘন্টা ব্যাপী চলে।

(পাঁচ) পঞ্চমবার ১৬ ই এপ্রিল ১৯৯২ অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা শুরু হয় যদিও জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যগণ বিষয়টি বিচারাধীন (Subjudice) থাকায় এটি সংসদের আলোচনা হতে পারে না বলে দাবী করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষয়টি সংসদে আলোচনা করতে দেয়াহয়।

যে নীতিমালা সামনে রেখে সংসদে কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেই সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি লংঘন করা হল। আর এটা লংঘিত হল তিনটি বিষয়েঃ–

(এক) বিচারধীন কোন বিষয় (Subjudice matter) জাতীয় সংসদে আলোচিত হতে পারে না। কারণ তাহলে বিচার ব্যবস্থা প্রভাবিত হতে পারে, বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা লংঘিত হয়। অধ্যাপক গোলাম আযম প্রসংগ যা হাইকোর্টে বিচারাধীন তা সংসদে মূলতবী প্রস্তাব হিসেবে আলোচনার জন্য গ্রহন করা হল। সংসদের জীবনে এটি একটি কালো নজীর হয়েছে।

(দুই) মূলতবী প্রস্তাব অনুর্ধ দুঘন্টা আলোচিত হতে পারে। কিন্তু অধ্যাপক গোলাম আযম প্রসংগ দুঘন্টার কয়েকগুন বেশী সময় নিয়ে এবং একাধিক দিন ভর আলোচনা চালিয়ে আর একটি খারাপ উদাহরণের (bad example) সৃষ্টি করা হয়। হাজারো জাতীয় সমস্যা বাদ দিয়ে সংসদে এ প্রসংগে আলোচনায় জনগণের লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হয়।

www.pathagar.com

(তিন) জাতীয় সংসদে কোন খারাপ ভাষা ব্যবহারের নজীর নেই। এটাকে Unparliamentary language বলা হয়। যেমন মিথ্যা শব্দটি বলা যাবেনা এটা Unparliamentarian শব্দ। বরং বলতে হবে এটা অসত্য। ১৯৮০ সালে ময়মনসিংহের এমপি আনিসুজ্জামান খোকন অধ্যাপক গোলাম আযমকে 'জঘন্য দালাল' বিশেষন দিয়ে কথা বললে স্পীকার সেদিন বলেন "আপনি যে ভাষা ব্যবহার করলেন সে ভাষা এখানে চলবে না।"

কিন্তু খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকারের সংসদীয় স্পীকার এসব নীতিমালার মাথা খেয়ে সকল প্রকার অসভ্য শব্দ ও গালাগালির বিশেষন ব্যবহারের অবাধ লাইসেন্স দেন। এ সব অসভ্য শব্দগুলো কার্যবিবরণী থেকে এক্সপাঞ্জ করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। সংসদের কার্যবিবরণীর ইতিহাসে এ এক খারাপ নজীর ও সংসদের কলংক হয়ে থাকল।

সংসদে মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণঃ

"অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কেউ একটি অভিযোগও করতে পারেনি"

"অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কেউ একটি অভিযোগও দায়ের করতে পারেনি। সরকার ও সরকারের বিকল্প যারা তাদের উচিৎ হবেনা গণআদালতীদের অশুভ তৎপরতার দায়িত্ব নেয়া। কেননা এধরনের খারাপ দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে তাদের বিব্রত করবে।"

আদালতে অধ্যাপক আযমের আটকাদেশের বিরুদ্ধে মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট থেকে রুল জারি হয়েছে। তার প্রেক্ষিতে অধ্যাপক আযমের বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা করা সমিচিন নয়। এই আলোচনা 'সাব জুডিস'। অধ্যাপক গোলাম আযমের বিষয়টি এখন হাইকোর্টের বিচারাধীন একটি বিষয় তাই আমাদের সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৪৮ (৮) ধারা অনুসারে এই আলোচনা বৈধ হয় না। ১৪৯ বিধি অনুসারে বিচারাধীন বিষয়ে স্পীকার

www.pathagar.com

শর্তাধীনে আলোচনার সুযোগ দিতে পারেন বটে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে সে আলোচনা কোন ক্রমেই যাতে আদালতকে প্রভাবিত না করে। কাউল–এর পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস ও মে–এর পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস পুস্তক অনুযায়ী এই আলোচনা বিধি সম্মত হচ্ছে না।

আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের অনেক সম্মানিত সদস্য আলোচনা করতে গিয়ে এমন সব কথা বলেছেন যার দ্বারা আদালত প্রভাবিত হতে পারে শুধু প্রভাবিতই নয় তাদের বক্তব্যে এমন ভাব ছিল যার দ্বারা আদালতের সম্মাণিত বিচারকগণ এই মামলার শুনানীর ক্ষেত্রে বিব্রত বোধও করতে পারেন। আর এর ফলে দেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা বিব্রত অবস্থায় পড়তে পারে। রাজনৈতিক কার্যকারণ বিবেচনা করে হয়ত এই আলোচনা করতে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তা জাতির জন্য কোন ভাল উদাহরণ হয়ে থাকল না। জাতিকে ভবিষ্যতে কোন সময় এনিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে।

শ্রদ্ধেয় হালদার সংসদে সঠিক বক্তব্য দেননি। তিনি একটি রিপোর্ট আংশিকভাবে পাঠ করেছেন যার ফলে এর অন্যরকম ব্যাখ্যা হতে পারে। তিনি অধ্যাপক গোলাম আযমকে পাকিস্তানী নাগরিক বলেছেন অথচ অধ্যাপক গোলাম আযম যে পাকিস্তানী নাগরিকত্ব পরিহার করে বাংলাদেশী নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন তা তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলেননি। আধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের প্রতি তার পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে আদালতে শপথ নামা দিয়েছে।

আজকে অধ্যাপক আযমকে যেমন একটি কারণ দর্শাও নোটিশ দেওয়া হয়েছে তেমনি ১৯৮৬ সালেও বাংলাদেশে তার অবস্থান সম্পর্কে একটি কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হয়েছিল। জনাব আযম সে সময় সেই নোটিশের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি জন্ম সূত্রে এদেশের নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশে রয়েছেন। তার এই জবাব পেয়ে তদানিন্তন সরকার নিরব ছিল। সরকারের সেই মৌনতা এটাই প্রমাণ করেছিল যে সরকার অধ্যাপক আযমের বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন। কেননা নিরবতা সম্মতিরই লক্ষণ।

www.pathagar.com

সম্মানিয়া সদস্যা সাজেদা চৌধুরী বলেছেন যে তারা অধ্যাপক আযমের বিচার করেছেন, তারা তার নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়ে সে বিচার সম্পন্ন করেছেন। একথা পুরোপুরি সত্য যে, আওয়ামী লীগ সরকার অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব খারিজ করে তাকে শাস্তি দিয়েছেন। যদি ধরে নেয়া যায় অধ্যাপক আযম দোষ করেছেন এবং আওয়ামী লীগই তার শাস্তির বিধান করেছে। এখন একই অপরাধের জন্য তার দ্বিতীয় দফা বিচারের দাবী বা বিচার করার পিছনে যুক্তিটা কোথায়? অধ্যাপক আযমের বিচারের জন্য যতটুকু করার দরকার ছিল আওয়ামী লীগ ঠিক ততটুকুই করেছে। আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে তখন সিরিয়াস ছিল বলে অধ্যাপক আযমের সাথে সে সময় আরো ৮৩ জনের নাগরিকত্ব খারিজ করেছিল। তবে আওয়ামী লীগ আমল থেকেই আবার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব খারিজ করা হয় বটে তবে তাহার বিরুদ্ধে সে সময় কোন সুনির্দিষ্ট একটি অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, আজ বলা হচ্ছে আযম যুদ্ধাপরাধী, অথচ বাংলাদেশ হবার পর পুংখানুপুংখভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে পাকিস্তানের ১৯৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল সে তালিকায় অধ্যাপক গোলাম আযমের নাম ছিল না। আর তিনি যে পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী ছিলেন এমন প্রমাণও নেই। তাছাড়া সে সময় আওয়ামী লীগ সরকার পাকিস্তানীদের সহযোগী হিসাবে ৩৭ হাজার সিভিলিয়ানকে কারাগারে আটক করেছিল। তাদের বিরুদ্ধেও কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না পাওয়ায় তাদের প্রায় সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়।

অধ্যাপক আযম যদি সত্যিই যুদ্ধাপরাধী হতেন তবে তিনি যেখানেই থাকুক না কেন সে সময় আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবস্থা নিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনা যেত। তারপর তার বিচার হতে পারত। কিন্তু তখন তো সরকার তা করেননি।

আর করেননি এ জন্য যে তিনি যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। আওয়ামী লীগ আমলে তার নাগারিকত্ব হরণ করা ছাড়া আর কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। জনাব নিজামী বলেন, ১৯৭৯ সালের সংসদে অধ্যাপক আযমের ব্যাপারে কথা হয়েছে কিন্তু তাকে সে সময়ও যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা

www.pathagar.com

হয়নি।'৮৮ সালের সংসদে এবং এই সংসদেও অধ্যাপক আযমকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কখনো সে সব আলোচনায় তার ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি যে তিনি যুদ্ধাপরাধী।

অধ্যাপক আযমের বিষয়টি এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। অধ্যাপক আযমের ব্যাপারে সংসদে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে সে ব্যাপারে অতীতে বা এখন পর্যন্ত কেউ কোন মামলা দায়ের করেনি। এখানে অভিযোগ করা হয়েছে বাংলাদেশ হওয়ার পর আযম পূর্ব পাকিস্তান পুনর্গঠন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা। এই আন্দোলনের সাথে তার জড়িত থাকা শুধু অসত্যই নয়, এই আন্দোলনের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও ছিল না। এমনকি এই আন্দোলনের নেতাদের সাথে তার কখনো টেলিফোনেও কথা হয়নি। ডাঃ মিলন হত্যার পর আন্দোলনকে তুঙ্গে নেয়ার ব্যাপারে জামায়াতের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তখন জামায়াত প্রধান ভূমিকা নেয়ার জন্য সকল দল থেকেই অনুরোধ এসেছিল এর সাক্ষী রয়েছে জনাব মাজিদ-উল-হক, জনাব আমির হোসেন আমু ও মইনুদ্দিন বাদল। একথা ভুলে গেলে চলবে না স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপুর্ণ। গণআদালতকে সরকার বেআইনী বলেছে এবং দেশের বিশিষ্ট আইনজীবিদের মত তাই। অথচ সরকার এরপর গণআদালতের বেআইনী কার্যক্রমকে প্রতিহত করার কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অপরদিকে প্রধান বিরোধীদল গণআদালতকে সমর্থন করেছে। এই দলই দেশ ও জাতির সম্মুখে গণআদালতের ব্যাপারে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গণআদালতের নামে দেশে যা করা হয়েছে তাকে অশুভ পাঁয়তারা বলা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। দেশের আইনকে তারা হাতে তুলে নিয়েছিল। গোটা রমযান মাসে তারা যা করেছে তা দেশবাসী জানে। সরকারও সরকারের কাছাকাছি যারা রয়েছেন তারা এসব প্রশ্রয় দিয়ে অত্যন্ত খারাপ উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। দেশের স্বার্থে আইন শৃংখলার পরিপন্থী এসব কাজকে সমর্থন করা ঠিক হবে না।

দেশের আজ অনেক সমস্যা পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। দেশের ৮৫ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে, দেড় কোটি যুবক এখন বেকার, ফারাক্কার বিরূপ

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়ায় গোটা দেশ এখন মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। এসব বিষয়ে আলোচনার আবেদন করেও সংসদে কথা বলতে পারিনি। অথচ আমরা সংসদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছি একটি ব্যক্তিকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে। গোলাম আযম ইস্যু কি এতই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার সৎ সাহস না থাকার কারণেই তার বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ করা হয়েছে এবং তাকে নিয়ে একটা ইস্যু তৈরী করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে উথাপিত অভিযোগ যদি সত্যি হতো তবে দেশের জনগণই তাকে শাস্তি দেয়ার কথা বলত কিন্তু জনগণ তা বলে না।

যুক্তির উপরে অধ্যাপক গোলাম আযম

[১] বাংলাদেশের মাটিতেই অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগ্রহন করেন। আল্লাহ প্রদত্ত এ অধিকার কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। পৃথিবীর সকল আইনেই এ কথা স্বীকৃত যে যিনি যে দেশে জন্ম গ্রহন করেন তিনি সেই দেশের নাগরিক।

[২] পুরুষানুক্রমে অধ্যাপক গোলাম আযম এ দেশে বসবাস করে আসছেন। যিনি এবং যার পিতা বা দাদা বাংলাদেশের ভূখন্ডে জন্মগ্রহন করেছেন এবং ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন তিনিই বাংলাদেশের নাগারিক। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সিটিজেনসীপ (টেম্পরারী প্রভিশন্স) ২ অনুচ্ছেদে বলা হযেছে (১) তিনিই বাংলাদেশী নাগরিক যিনি অথবা যার পিতা বা দাদা বর্তমানে যে ভূখন্ড নিয়ে বাংলদেশ গঠিত সেখানে জন্মগ্রহন করেছেন এবং ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ ঐ ভূখন্ডের স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন এবং এরপর অব্যাহতভাবে বসবাস করছেন। এই আইন অনুযায়ী অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের একজন বৈধ নাগরিক।

[৩] নাগরিকত্ব না থাকলে নাগরিকত্ব যাবার বা কেড়ে নিবার প্রশ্ন উঠেনা। বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন একথা সরকারের প্রশাসনিক আদেশের

www.pathagar.com

মাধ্যমেই স্বীকৃতি হয়ে গেছে। একজন ছাত্রকে বহিষ্কার করার প্রশ্ন তখনই আসে যখন সে ছাত্র হয়। ছাত্র না হলে ছাত্রের বহিস্কারের প্রশ্ন আসে না। বাংলাদেশী নাগরিক না হলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না।

[৪] তাঁর সাথে নাগরিকত্ব অযোগ্য বিবেচিত ৩৮ জনের প্রায় সকলকেই নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে যেমন ডেপুটি স্পীকার হুমায়ূন খান পন্নী, বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট জুলমত আলী খান, শেখ আনসার আলী এমপি, জি ডব্লিউ চৌধুরী। শুধুমাত্র অধ্যাপক গোলাম আযমের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব ফেরৎ দেয়া হয়নি।

[৫] জন্মগত অধিকার হরণ করা যায় না। সরকারের দাবী অনুযায়ী যদি তিনি অপরাধ করে থাকেন তবে তিনি দেশী বিদেশী যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে কিন্তু জন্মগত অধিকার হরণ করা যেতে পারে না।

[৬] দেশ থেকে সাময়িক অনুপস্থিতিতে নাগরিকত্ব যায় না। অধ্যাপক গোলাম আযম মাত্র ১১ মাস পাকিস্তানে ছিলেন তার নাগরিকত্বের আবেদন নাকচ করা হয়নি সরকার এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারেন নি। অন্য কোন দেশের নাগারিকত্ব ইচ্ছায় গ্রহন না করলে কারো বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল হয় না।

১৯৭১ সালে ২৬ শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত অব্যাহত বসবাসের শর্ত ধরলে শেখ মুজিব, ডঃ কামাল হোসেন এমন কি অনেক মুক্তিযোদ্ধাও বাংলাদেশের নাগারিক হতে পারেন না।

[৭] স্বাভাবিক বিচারনীতি (Principles of Natural Justice) না মেনেই নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছে। যে কোন ব্যক্তিকে সাজা দেয়ার আগে তার কৈফিয়ত শুনার নীতি চিরন্তন ও স্বাভাবিক। (A man can not be punished Unheard.) ন্যায় বিচারের ধর্ম হল প্রথমে তাকে কারণ দর্শাও নোটিশ দিতে হবে। ঠিকানা জানা

www.pathagar.com

না থাকলে পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। কারো বক্তব্য না শুনে বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে শাস্তি দেয়া ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। অত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেয়ায় অধ্যাপক গোলাম আযম তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব দিতে পারেন নি।

[৮] আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকার রিট্রোস্পেকটিভ ইফেকট Retrospective Effect দ্বারা বাতিল করা যায় না। Laws Continuance Enforcement Order এ ১৯৭২ সালের ২২ শে মে প্রেসিডেন্টের (Adoptation of Existing the Bangladesh laws) Order অনুসারে অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ এ দেশে যে সকল আইন চালু ছিল তা বলবৎ থাকবে। কারো পূর্বে আইনের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকারকে পিছনের দিন দিয়ে (Retrospective) বাতিল করা যায় না। কাজেই ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের হরণ নোটিফিকেশনটি অবৈধ ও আইনগত ক্ষমতা বহির্ভূত।

[৯] বাংলাদেশ সিটিজেনসীপ (টেম্পরারী প্রভিশন্স) আদেশের ৩নং অনুচ্ছেদের বিধান সংবিধান পরিপন্থী। নাগরিকত্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনে সরকারের এই অবাধ; নিয়ন্ত্রনহীন এবং দিক নির্দেশনাবিহীন ক্ষমতা দান সংবিধানের ২৭ ও ৩১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। সংবিধানের পরিপন্থী হওয়ায় '৭২ সালের সিটিজেনসীপ (টম্পরারী প্রতিশন্স) আদেশের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিলযোগ্য।

[১০] সংবিধানের ১২২ নম্বর ধারা মতে ১৯৮৩ ও ১৯৯০ সালে তাকে ভোটার করা হয়। সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে দেশের নাগরিক ছাড়া অন্য কেউ ভোটার হতে পারে না। তিনি সব সময়ই এদেশের ভোটার ছিলেন এবং আছেন। অতএব তিনি বাংলাদেশের সংবিধান মতে বাংলাদেশের নাগরিক।

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযম রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে সকল ক্ষমতালোভী সরকার ও দলের প্রতিহিংসার স্বীকার। সরকার বিষয়টিকে 'সক্রিয় বিবেচনাধীন' বলে সময় কাটানোর এ কথারই প্রমাণ বহন করে। সময় যতই লাগুক বিষয়টি আদালতের চূড়ান্ত রায়ে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। কিন্তু যারা বিষয়টি এতদিন ঝুলিয়ে রেখে জটিলতার সৃষ্টি করল তাদেরকে অবশ্যই একদিন জবাব দিতে হবে।

মামলা সংক্রান্ত তারিখ সমূহ

(১) ২২–১১–৭১= ঢাকা থেকে করাচী যান কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরারুধিবেশনে।

(২) ০৩–১২–৭১= করাচী থেকে ঢাকা রওয়ানা দেন কিন্তু ১৯৭১ সালের যুদ্ধের কারণে তিনি বিমান বন্দরে নামতে পারেন নি।

(৩) ডিসেম্বর' ৭২= পাকিস্তান থেকে হজ্জের জন্য মক্কা গমন করেন (অতপর আর কখনও পাকিস্তান যাননি)।

(৪) ১ম সপ্তাহ এপ্রিল '৭৩= লন্ডনে গমন করেন এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অবস্থানকরেন।

(৫) ১৮–০৪–৭৩= এক কালো নোটিশের মাধ্যমে অন্য ৩৮ জন সহ তার নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়।

(৬) ১৭–০১–৭৬= নাগরিক পূনর্বহাল করার জন্য সরকার দরখাস্ত আহ্বান করেন।

(৭) ২০–০৫–৭৬= নাগরিকত্ব ফেরৎ চেয়ে প্রথম দরখাস্ত দেন।

(৮) ১২–০১–৭৭= দ্বতীয় দফায় আবার দরখাস্ত দেন।

(৯) ২৩–০৪–৭৭= সরকার তার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

www.pathagar.com

(১০) ১০–১১–৭৭= অধ্যাপক গোলাম আযম এর মাতা দরখাস্ত দেন তার পুত্রের নাগরিকত্ব ফেরৎ চেয়ে।

(১১) ১৬–০১–৭৮= আরও একবার দরখাস্ত জমা দেন।

(১২) ১১–০৩–৭৮= বাংলাদেশ সফরে আসার ব্যাপারে সরকারের কোন আপত্তি নেই বলে জানানো হয়।

(১৩) ১১–০৭–৭৮= তিন মাসের ভিজিট ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন। পরে আরও তিন মাসের মেয়াদ বাড়ানোহয়।

(১৪) ০৮–১১–৭৮= Formal দরখাস্ত (D ফরম–এ) পেশ করেন ও পাকিস্তানী পাশপোর্ট সারেন্ডার করেন।

(১৫) ২৮–০৪–৮১= আনুগত্যের শপথ চেয়ে সরকার নোটিশ দেন।

(১৬) ৩০–০৪–৮১= বাংলাদেশের আনুগত্যের শপথ গ্রহন করেন।

(১৭) ০৩–১২–৮৬= বাংলাদশে কিভাবে আছেন তা জানতে চেয়ে সরকার শোকজ নোটিশ দেন।

(১৮)২২–১২–৮৬= জন্ম সূত্রে তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করছেন বলে সরকারকে জানিয়ে দেন।

(১৯) ২৩–০৩–৯২= বিদেশী নাগরিক হিসেবে অবস্থান ও জামায়াতের আমীর হওয়ার অভিযোগ এনে তাকে কেন বহিস্কার করা হবে না তার শোকজনোটিশ।

(২০)২৩–০৩–৯২= ৭ ঘন্টার ব্যবধানে জবাব দেন তিনি জন্মগত–ভাবে বাংলাদেশী নাগরিক। বিদেশী হবার প্রশ্নই উঠেনা। যদি এধরনের কোন উদ্যোগ সরকার গ্রহন করে তা হবে সম্পূর্ণ বেআইনী ও আইনের দৃষ্টিতে তা অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

শুনানী ও মামলার রায়

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের দুই জন বিচারপতি জনাব ইসমাইল উদ্দীন সরকার ও জনাব বদরুল ইসলাম চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে গত ১৯ শে জুলাই ১৯৯২ শুনানী শুরু হয়। আমীরে জামায়াতের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যরিষ্টার এ আর ইউসুফ ও তাকে সহযোগিতা করেন ব্যরিষ্টার আব্দুর রাজ্জাক ব্যবিষ্টার শওকত আলী, এডভোকেট শেখ আনসার আলী, এডভোকেট নবাব আলী প্রমুখ। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যরিষ্টার আমিনুল হক।

আমীরে জামায়াতের পক্ষে দীর্ঘ আট দিন এবং সরকার পক্ষে ৫ দিন শুনানী গ্রহন করার পর দুজন বিচারক ভিন্ন ভিন্ন রায় দেন।

মঙ্গলবার ১১–০৭–৯২ বিকেল ৩টা ২২ মিনিটে বিচারপতি ইসমাইল উদ্দীন সরকার তার রায়ে রীট আবেদন খারিজ করে দেন। ঠিক সেই সময়েই বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী বিচারপতি ইসমাইল উদ্দীন সরকারের রায়ের সাথে ভিন্ন মত পোষন করে রায় প্রদান শুরু করেন। বিচারপতি চৌধুরী তার রায়ে উল্লেখ করেন "আইনের বিধান অনুযায়ী" অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিকত্বের আযোগ্য ঘোষনা কারী ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিলের নোটিফিকেশনটি অবৈধ।

মামলার রায় ভিন্ন ভিন্ন হবার ফলে মামলাটি পূনরায় শুনানী অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পৃথক বেঞ্চ গঠনের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে প্রেরিত হয়। মামলায় প্রধান বিচারপতির আদেশে মামলার নুতন করে শুনানীর জন্য একজন সিনিয়র বিচারপতির সমন্বয়ে বেঞ্চ গঠন করবেন। সেই বেঞ্চের রায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে নিয়ে যাওয়া হবে। এবং সোখানেই এ মামলাটির চূড়ান্ত নিস্পত্তি হবে।

পক্ষে বিপক্ষের আইনজীবি প্রায় সকলেই এক মত যে আধ্যাপক গোলাম আযমই বিজয় লাভ করবেন। সময় একটু লাগলেও বিজয় ইনশাআল্লাহ

www.pathagar.com

আমাদের হবেই। আল কোরআনের সেই আয়াতই মনে পড়ে "অলা তাহেনু অলা তাহযানু অআনতুমুল আ'লাওনা ইন কুনতুম মু'মেনীন।

"তোমরা নিরাশ হয়োনা, নিস্তব্ধ হয়োনা তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা সত্যিকার মোমিন হও।"

বিচারপতি ইসমাইল উদ্দীন সরকারের রায়

সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে বিচারপতি ইসমাইল উদ্দীন সরকার তার রায়ে বলেন ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সিটিজেনসীপ (টেম্পরারী প্রভিশন্স) আদেশের বিধান অনুযায়ী অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যোগ্যতা অর্জন করেন নি। এ প্রসংগে তিনি উক্ত আদেশের ২ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান উল্লেখ করেন। এ অনুচ্ছেদে দেখা যায় যে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়।

(এক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তার পিতা বা দাদাকে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের পূর্বে বাংলাদেশের ভূখন্ডে জন্মগ্রহন করতে হবে।

(দুই) তিনি ২৫ শে মার্চের পূর্বে এদেশের স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন এরপর হতে তাকে অব্যাহতভাবে স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে থাকতে হবে।

(তিন) ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ হতে বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধরত কোন রাষ্ট্রে চাকুরী, ব্যবসা বা পড়াশুনার জন্য ছিলেন এবং ফিরে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হন তারাও বাংলাদেশের নাগরিক বলে গন্য হবেন।

যদিও অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের পূর্বে এই দেশে জন্মগ্রহন করেন এবং ২৫ শে মার্চ স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। তিনি সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য চাকুরী কিংবা পড়াশুনার জন্য যাননি। তিনি সেখানে রাজনৈতিক ও বাংলাদেশে পাক–বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। কাজেই তিনি স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে অব্যাহত থাকেননি। তিনি

www.pathagar.com

রায়ে উল্লেখ করেন, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সিটিজেনসীপ (টেম্পরারী প্রভিশন্স) আদেশ ঐ বৎসর ১৫ ডিসেম্বর জারি করা হয়। কিন্তু আলোচ্য আদেশে বলা হয়েছে যে, আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ হতে বলবৎ হবে। যেহেতু মূল আইনটি পিছনের দিন হতে বলবৎ করা হয়েছে। সেইহেতু এর অধীনে প্রদত্ত ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের অযোগ্যতা সংক্রান্ত নোটিফিকেশনও পিছনের দিন হতে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ হতে বলবৎ হবে। তিনি রায়ে উল্লেখ করেন, ১৯৭২ সালের আলোচ্য নাগরিকত্বের আদেশের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ বৈষম্যমূলক ও সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে সমতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নয়। কারণ আলোচ্য আদেশের ২ নম্বর অনুচ্ছেদে পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, কারা বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্য। তবে আলোচ্য নাগরিকত্ব আদেশে প্রকাশ্য বা আচরণের মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার সংক্রান্ত–২ বি অনুচ্ছেদ এই মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ আলোচ্য অনুচ্ছেদটি নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা সংক্রান্ত নোটিফিকেশনের পরে জারি করা হয়েছে। রায়ে বলা হয়, অধ্যাপক গোলাম আযমকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণাকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদান অর্থাৎ কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি আইন অনুসারে নাগরিকত্বের কোন অধিকারই অর্জন করেননি। এ ছাড়া তিনি বিদেশে ছিলেন। অধিকন্তু স্বাভাবিক বিচার নীতি অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারাল জাস্টিস সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে এমন কোন বিধান নেই। তিনি রায়ে উল্লেখ করেন, অধ্যাপক গোলাম আযম তার নাগরিকত্বের ব্যাপারে অনেক বিলম্বে আদালতে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি আদালতে আশ্রয় গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেছেন। তাকে ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৭৭ সালে তার নাগরিকত্ব পূণর্বহাল প্রার্থনা নাকচ করা হয়। তখনও পর্যন্ত তিনি আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। ১৯৯২ সালে তাকে যখন বিদেশী হিসেবে ঘোষণা করে আটক করা হয়, কেবল তখনই তিনি আদালতে আশ্রয় নিয়েছেন। তার নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আবেদনপত্র সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। বিভিন্ন সরকারের এই বক্তব্য আদালতে আশ্রয় গ্রহণের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিচারপতি মোহাম্মদ ইসমাইল উদ্দীন সরকার রায়ে উল্লেখ করেন, স্বাধীনতা যুদ্ধকালের রাজাকার–আল–বদর ও আল শামস বাহিনীর সহায়তায় পাক বাহিনী নৃশংসতা ও বর্বরতা সম্বন্ধে যে বইপত্র, রিপোর্ট, টিক্কা খান ও ইয়াহিয়া খানের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাক্ষাতকারের যে ফটো পেশ করা করা হয়েছে ঐ সবের দ্বারা ঐ সব বর্বরতার সাথে তার (অধ্যাপক গোলাম আযম) প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা বুঝায় না। এছাড়া ঐ সকল রিপোর্ট অত্র মামলায় উত্থাপিত আইনগত প্রশ্নের সমাধানে কোন সাহায্য করবে না।

বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরীর রায়

বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর সিনিয়র বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকারের রায়ের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মসূত্রে এবং আইনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশের নাগরিক। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার ঘোষিত লজ কনটিনিউয়েন্স এনফোর্সমেন্ট অর্ডার এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (এডপশন অব বাংলাদেশ লজ) অর্ডারের বিধান মোতাবেক ১৯৫১ সালের পাকিস্তান নাগরিকত্ব আইনকে বাংলাদেশের আইন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। পাকিস্তান নাগরিকত্ব আইন অনুসারে অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক হয়েছেন। এরপর ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সিটিজেনসীপ (টেম্পরারী প্রভিশন্স) আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশে বলা হয়েছে, আলোচ্য আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ হতে বলবৎ হবে। এই আদেশ দ্বারা পাকিস্তান নাগরিকত্ব আইনকে বাতিল করা হয়নি। দু'টি আইন পাশাপাশি বলবৎ আছে। কাজেই বলা যাবে না যে, ১৯৭২ সালের নাগরিকত্ব আদেশ বলবৎ হবার পর পাকিস্তান নাগরিকত্ব আইনের বিধান অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালের নাগরিকত্ব আদেশ অনুসারে অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক। কারন আলোচ্য আদেশের ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যিনি বা যার পিতা অথবা দাদা ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের পূর্বে বাংলাদেশ ভূখন্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ঐ বছর ২৫ শে মার্চ

www.pathagar.com

স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন এবং এরপর হতে অব্যাহতভাবে স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে আছেন তিনি বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য হবেন। অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশ ভূখন্ডে জন্মগ্রহণ এবং ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত তার এ দেশের স্থায়ী অধিবাসীর ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ হল তিনি অব্যাহতভাবে স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে আছেন কি না। এই আইনের ব্যাখ্যা হলো, যেদিন আদেশটি বলবৎ করা হয়েছে সেইদিন তিনি এই দেশের স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন কি না। আলোচ্য নাগরিকত্ব আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বলবৎ করা হয়েছে। এটা স্বীকৃত যে, তিনি ঐদিন বাংলাদেশে ছিলেন। তিনি ঐ বছর ২২ শে নভেম্বর পাকিস্তান গমন করেন। কিন্তু ৩রা ডিসেম্বর পাক–ভারত যুদ্ধের কারণে তার ঢাকায় বিমান নামতে পারেনি। ফলে বিমান প্রথমে কলম্বো, পরে জেদ্দা হয়ে করাচী ফিরে আসে। তিনি পাকিস্তান মাত্র কয়েক মাস অবস্থান করেন। তিনি ১৯৭২ সালের শেষের দিকে হজ্জ করতে সৌদী আরব গমন করেন। তার পাকিস্তানে থাকা অবস্থায় পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। অপরদিকে ইন্দিরা–ভুট্টো চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের আটকে পড়া বাংলাদেশীদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি। কাজেই পাকিস্তানে অবস্থানকালে তার পক্ষে বাংলাদেশী পাসপোর্ট গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যাবর্তন কাজ শুরু হবার পূর্বে তিনি হজ্জ পালনের জন্য প্রথমে সৌদি আরব গমন এবং সেখান থেকে ১৯৭৩ সালে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে লন্ডন গমন করেন। এর কয়েকদিন পর তিনি জানতে পারেন যে, সরকার তাকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছেন। তিনি পাকিস্তান থাকাকালে তাকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়নি। ফলে তার পক্ষে লন্ডন হতে বাংলাদেশী পাসপোর্ট গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের সহিত আদর্শ ও মতাদর্শগত পার্থক্য থাকায় তার পক্ষে ঐ সরকারের আমলে দেশে ফিরে আসা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তিনি প্রথমে নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য তৎকালীন সরকারের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু সরকার তাঁর প্রার্থনা নাকচ করেন। এর পর তিনি পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে ১৯৭৮ সালের ১১ই জুলাই ঢাকায় আসেন। এর পর তিনি পাকিস্তানী পাসপোর্ট সমর্পন

www.pathagar.com

ও বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে সরকারের নিকট আবেদন পেশ করেন। সেই হতে বিভিন্ন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বলেছেন, তার আবেদনপত্র সরকারের 'সক্রিয় বিবেচনাধীন" আছে। এ ছাড়া অপর রাষ্ট্রের পাসপোর্ট গ্রহন করলে নাগরিকত্ব যায় না। কারণ পাসপোর্ট ও নাগরিকত্ব এক জিনিস নয়। অধিকন্তু গোলাম আযম অপর রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। সাময়িককালের জন্য দেশের বাইরে থাকলে নাগরিকত্ব যায় না।

তিনি রায়ে উল্লেখ করেন, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের নাগরিকত্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সত্য। কিন্তু সেই ক্ষমতা যে পিছনের দিন হতে কার্যকর করা যাবে এমন বিধান আলোচ্য আদেশে নেই। কাজেই অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের অযোগ্য সংক্রান্ত ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিলের নোটিফিকেশন পিছনের দিন অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ হতে বলবৎ করা যাবে না। যেদিন নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে সেদিন হতে উহা বলবৎ হবে।

বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী রায়ে বলেন, ১৯৭২ সালের নাগরিকত্ব আদেশের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ বৈষম্যমূলক, অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন নয়। কারণ আলোচ্য আদেশের ২ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, কারা বাংলাদেশের নাগরিক হবার যোগ্য। কাজেই ৩ নম্বর, অনুচ্ছেদ সংবিধানের ২৭ ও ৩১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নয়। তিনি রায়ে উল্লেখ করেন, অধ্যাপক গোলাম আযমকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণাকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান অর্থাৎ কারন দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়নি। কারও অধিকার হতে বঞ্চিত করতে হলে তাকে অবশ্যই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। আইনে যাকে বলে, No man shall. be Condemned unheard. এটা সার্বজনীন নীতি। এই নীতি যথাসম্ভব সকল ক্ষেত্রে অনুসরন করতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট আইন যদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে যে, এই আইনের বিধান কার্যকর করার সময় স্বাভাবিক বিচারনীতি বা প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারাল জাষ্টিস অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই কেবল সেই ক্ষেত্রে এই নীতিমালা

www.pathagar.com

প্রয়োগের ব্যাপারে প্রশ্ন করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য আদেশে স্বাভাবিক বিচার নীতি অনুসরণ করা হবে না–এমন কোন বিধান নেই। অধ্যাপক গোলাম আযমকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করে তার মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা হলো। অথচ তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হলো না। যদিও তিনি বিদেশে ছিলেন তথাপি আমাদের দেশে কয়েক প্রকারের কারণ দর্শানোর নোটিশ জারীর বিধান আছে। যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সর্বশেষ জানা বসতবাড়ীতে নোটিশ দান, খবরের কাগজ ও গেজেটে নোটিশ প্রকাশ ইত্যাদি। কিন্তু অধ্যাপক গোলাম আযমের ক্ষেত্রে সরকার কোনটায়ই গ্রহণ করেননি।

তিনি রায়ে উল্লেখ করেন, অধ্যাপক গোলাম আযম বিলম্বে আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি আদালতে আশ্রয় গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেননি। ১৯৯২ সালে তাকে বিদেশী হিসেবে ঘোষণা ও আটকের পরই তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এর পূর্বে তিনি নির্বিঘ্নে সকল রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ভোগ করছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তার দু'বার ভোটার হওয়া, বিভিন্ন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক তাঁর নাগরিকত্বের আবেদন 'সক্রিয় বিবেচনাধীন' বলে ঘোষণা, সভা–সমিতি, বক্তৃতা–বিবৃতি দান ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন। সরকারের আচরণের মাধ্যমে তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশের একজন নাগরিক। কাজেই সেমত অবস্থায় তাঁর আদালতে আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি।

বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী প্রতিটি ইস্যুতে তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে উপমহাদেশের উচ্চ আদালত সমূহের বিভিন্ন রায় উল্লেখ করেন।

ব্যারিস্টার এ, আর ইউসুফের মজবুত যুক্তি

নাগরিকত্ব মামলায় অধ্যাপক গোলাম আযমের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন বিশিষ্ট আইনজীবি ব্যারিস্টার এ, আর ইউসুফ। অধ্যাপক গোলাম আযম কোন্ কোন্ যুক্তিতে বাংলাদেশের নাগরিক এবং তাঁর নাগরিকত্ব হরণকারী আদেশ যে সংবিধান ও মৌলিক মানবাধিকারের গুরুতর লংঘন তার আইনগত ব্যাখা প্রদান, সংশ্লিষ্ট নজীর পেশ করেন।

www.pathagar.com

এ মাটিতে জন্ম, বাসিন্দা পুরুষানুক্রমে

শুনানির শুরুতে বাংলাদেশের মাটিতে অধ্যাপক গোলাম আযম ও তার পূর্ব পুরুষদের জন্মগ্রহণ, তার শিক্ষা জীবন, ডাকসুর জিএস, ছাত্র রাজনীতিতে তার নেতৃত্ব দান, ভাষা সৈনিক হিসেবে ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করা, জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে আইউব বিরোধী আন্দোলনকালে 'ডাক' ও 'কপ' –এ নেতৃত্ব প্রদানসহ এ দেশের মাটিতে তার পদচারনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে বলেন, মাঝে কিছুদিন অনুপস্থিত ছাড়া তিনি এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, সব ধরনের নাগরিক অধিকার ভোগ করছেন এবং রাজনীতিতে অংশ নিয়ে আসছেন। অতএব তিনি কেবল জন্মগতভাবেই নয়, আইনের সকল দিক বিবেচনায় বাংলাদেশী নাগরিক। নির্বাচনকালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তার ভোট প্রার্থনা করে ভোটের স্লিপ পাঠিয়েছে। তাহলে তারা কি একজন বিদেশীর কাছে ভোট চেয়েছিলেন? তার নামে ঢাকা পৌর করপোরেশনে ট্যাক্স দেয়া হচ্ছে। তিনি সকল নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার যথা সভা–সমিতি, সাংবাদিক সম্মেলন ও রাজনীতি করে আসছেন। সরকার গঠন প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালোদা জিয়া অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে বৈঠক করেছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদ্বয় যেমন আব্দুর রহমান বিশ্বাস (বর্তমান প্রেসিডেন্ট) ও সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী জামায়াতের সমর্থন লাভের জন্য সাক্ষাত করেন। তারা কী জেনেশুনে একজন বিদেশীর সাথে দেশের রাজনীতি নিয়ে আলাপ করেছেন।

কে নাগরিক হতে পারেন

নাগরিকত্ব আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যারিস্টার ইউসুফ বলেন, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সিটিজেনশীপ (টেম্পোরারী প্রভিশন্স) ২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে (১) তিনিই বাংলাদেশের নাগরিক, যিনি অথবা যার পিতা অথবা দাদা বর্তমানে যে ভূখন্ড নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত সেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যিনি ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ ঐ ভূখন্ডের স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন এবং এর পর অব্যাহতভাবে বসবাস করেছেন। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালের ঐ অধ্যাদেশে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে, এ আইনটি ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বলবৎ হবে। তিনি এ আইনের আলোকে বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম ও তার পূর্ব পুরুষ এ ভূখন্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ঐ বছর ২৫ ও ২৬ শে মার্চ এ দেশে স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাই তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। ব্যারিস্টার ইউসুফ তার বক্তব্যের সমর্থনে হাইকোর্ট বিভাগে ১৯৭৫ সালের বিশাল দেও তেওয়ারী বনাম রাষ্ট্র মামলার রায় উল্লেখ করেন। রায়ে বলা হয়েছেঃ অনুচ্ছেদ ২–এ অত্যন্ত পরিস্কার করে বলা আছে যে যিনি এবং যার পিতা বা দাদা বাংলাদেশের ভূখন্ডে জন্মগ্রহণ করেছে এবং ২৫ শে মার্চ স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন, তিনিই বাংলাদেশের নাগরিক। ব্যারিস্টার ইউসুফ বলেন, ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল নাগরিকত্ব বাতিল সংক্রান্ত নোটিফিকেশন জারির পূর্বে অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন।

নাগরিক বলেই নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে

এ সময় মাননীয় আদালত বলেন, নাগরিক না হলে প্রমাণ করুন যে, তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। এর জবাবে ব্যারিস্টার এ, আর, ইউসুফ বলেন, সরকার তার জবাবে স্বীকার করেছেন তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। তিনি যদি নাগরিকই না হবেন তা হলে অযোগ্য ঘোষণার প্রয়োজনই হবে কেন? এ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি উদাহরণ দেন, একজন ছাত্রকে বহিস্কারের কথা বলার সাথে সাথে ধরে নিতে হবে সে একজন ছাত্র। ছাত্র না হলে তাকে বহিস্কারের প্রশ্নই উঠে না। তিনি প্রশ্ন করেন, সরকার কি একজন বিদেশী যেমন পাকিস্তানী; ভারত, বার্মা ইত্যাদি দেশের নাগরিককে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করতে পারেন?

অনেকের নাগরিকত্ব ফেরত দেয়া হয়েছে; কেবল.....

ব্যারিস্টার ইউসুফ বলেন, মোট ৩৯ জনকে নাগরিকের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। তাদের মধ্যে যিনি যখন আবেদন করেছেন, তখন তাকে নাগরিকত্ব ফেরত দেয়া হয়েছে। যেমন হুমায়ূন খান পন্নী, যিনি বর্তমানে সংসদের ডেপুটি

www.pathagar.com

স্পীকার, হামিদুল হক চৌধুরী, বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট জুলমত আলী খান, বর্তমান এমপি শেখ আনসার আলী, অধ্যাপক জি, ডব্লিউ, চৌধুরী। কিন্তু কেবল অধ্যাপক গোলাম আযমের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব ফেরত দেয়া হয়নি।

জন্মগত অধিকার হরণ করা যায় না

নাগরিকত্ব জন্মগত অধিকার–এই কথা উল্লেখ করে ব্যারিস্টার ইউসুফ বলেন, জন্মগত অধিকার হরণ করা যায় না। সরকারের দাবী অনুযায়ী তিনি যদি অপরাধ করে থাকেন তা হলে তিনি দেশী বা বিদেশী যেই হন, তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

সাময়িক অনুপস্থিতিতে নাগরিকত্ব যায় না

বাংলাদেশে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাময়িক অনুপস্থিতির ব্যাপারে ব্যারিস্টার ইউসুফ বলেন, '৭২ সালে বাংলাদেশ নাগরিক টেম্পরারী প্রভিশন্স অধ্যাদেশ মোতাবেক বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধরত অথবা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সাময়িক অভিযানে লিপ্ত কোন দেশে সাময়িকভাবে বাস করলে এবং অবস্থার পরিপেক্ষিতে দেশে ফিরে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার নাগরিকত্ব বাতিল করা যায় না। এর সমর্থনে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক সরকার বনাম আবদুল হক মামলার রায় পেশ করেন। তিনি ঐ রায় উল্লেখ করে বলেন, আবদুল হক ৫ বছর পাকিস্তানে ছিলের এবং সরকার তার নাগরিকত্বের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিলেন। অপরদিকে অধ্যাপক গোলাম আযম মাত্র ১১ মাস পাকিস্তানে ছিলেন এবং তার নাগরিকত্ব পুনর্বহালের আবেদন নাকচ করা হয়নি। সরকার এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ না করলে কারো বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। তিনি তার সমর্থনে বাংলাদেশে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মোক্তার আহমদ বনাম সরকার মামলার রায় উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, দেশে শারীরিকভাবে উপস্থিত না থাকলে নাগরিকত্ব বাতিল হবে এমন কোন কথা ১৯৭২ সালের সিটিজেনশীপ (টেম্পরারী প্রভিশন্স) আদেশে বলা হয়নি। বিদেশে অবস্থান করেও এ দেশের নাগরিক হিসেবে থাকা যায়। তাছাড়া ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত বসবাসের শর্ত মানা হলে শেখ মুজিবুর রহমান ডঃ কামাল হোসেন, অস্থায়ী সরকারের সদস্য এমনকি অনেক মুক্তিযোদ্ধাও বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারেন না।

ব্যারিস্টার ইউসুফ এ মামলার আলোকে বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যসূচক এফিডেভিট করে সরকারের নিকট নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য আবেদন করেছেন। তিনি অন্য কোন দেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা কিংবা নাগরিকত্ব গ্রহণ করেননি। ১৯৮৩ সাল ও ১৯৯০ সালে প্রণীত ভোটার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভূক্ত কর হয়। এমনকি বিভিন্ন সময় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীগণ বলেছেন, তার নাগরিকত্বের আবেদন সম্বলিত আবেদনপত্র সরকারের 'সক্রিয় বিবেচনাধীন' রয়েছে। এমতাবস্থায় তাকে বিদেশী হিসেবে ঘোষণা অবৈধ ও বেআইনী। তিনি এর সমর্থনে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের হামিদুল হক চৌধুরী বনাম সরকার (যা বাংলাদেশ অবজারভার মামলা নামে সমধিক পরিচিত) মামলার রায় পেশ করেন। উক্ত মামলার রায়ে বলা হয়েছে, '৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল হামিদুল হক চৌধুরীকে নাগরিকের অযোগ্য ঘোষণা সম্পর্কিত নোটিফিকেশনের পূর্বে তিনি আইন অনুসারে (বাই অপারেশন অফ ল') বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। সাময়িক অনুপস্থিতির জন্য তার সম্পত্তির শেয়ার পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষণা করা যায় না। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিশাল দেও তেওয়ারী বনাম রাষ্ট্র মামলার রায় পেশ করেন।

ন্যাচারাল জাস্টিস অনুসরণ করা হয়নি

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব হরণে ন্যাচারাল জাস্টিস অনুসরণ করা হয়নি বলে উল্লেখ করে ব্যারিস্টার ইউসুফ বলেন, একজন নাগরিকের

www.pathagar.com

নাগরিকত্ব বাতিলের পূর্বে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান একান্ত প্রয়োজন। এটাই হলো ন্যায়বিচারের ধর্ম বা ন্যাচারাল জাস্টিস। কিন্তু অধ্যাপক গোলাম আযমকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণার পূর্বে কোন কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়নি। যদিও নাগরিকত্ব বাতিলের নোটিফিকেশনে তার গ্রামের ও ঢাকার ঠিকানা উল্লেখ আছে। আইনের বিধান হলো; এমনকি যদি কারো অবস্থান জানা না যায়, তা হলে তার সর্বশেষ জানা ঠিকানায় অথবা খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে। কারো বক্তব্য না শুনে বা আত্মপক্ষ পমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া ন্যায়বিচারের ধর্ম বা প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারাল জাস্টিসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি বলেন, এ ধরনের কোন ব্যবস্থা না নিয়ে তার সরকার নাগরিকত্ব বাতিলের মত চরম শাস্তি দিয়েছেন। ব্যারিস্টার ইউসুফ এই বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জাকির আহমদ মামলা এবং শাহ আবদুর রহমান বনাম কালেক্টর এন্ড কমিশনার অব ইনকাম ট্যাক্স, পূর্ব পাকিস্তান বনাম ফজলুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান বনাম নুর মোহাম্মদ এবং পাকিস্তানের ১৯৫৯ সালের চীফ কমিশনার করাচী বনাম মিসেস দীনা সোহরা খাটক মামলার রায় পেশ করেন। ব্যারিস্টার ইউসুফ বলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেয়ায় তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব দিতে পারেননি।

আইনের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার রেট্রসপেক্টিভ ইফেক্ট দিয়ে বাতিল করা যায় না

ব্যারিস্টার এ, আর, ইউসুফ বলেন, ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিব নগরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার দিনই স্বাধীন সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের জারিকৃত আদেশ (Laws continuance enforcement order) এ ১৯৭২ সালের ২২ শে মে প্রেসিডেন্টের (Adoption of existing the Bangladesh laws) order অনুসারে অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক। কেননা এই দুই আদেশে বলা হয়েছে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ এ দেশে যে সকল আইন

www.pathagar.com

চালু ছিল তা বলবৎ থাকবে। কাজেই দেখা যায় যে, এই দু'টি আদেশ দ্বারা ১৯৫১ সালের পাকিস্তান নাগরিকত্ব আইনকে বাংলাদেশের আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ আইন বলে ১৯৭৩ সালের ৮ই এপ্রিল অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব হরণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। একদিকে বাংলাদেশ স্থায়ী নাগরিকত্ব আইন দ্বারা অধ্যাপক আযমের বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, অপরদিকে একটি অস্থায়ী আইন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সিটিজেনশীপ (টেম্পরারী) আদেশ দ্বারা তার নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ আদেশটি জারি করা হয়েছে '৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর। অথচ একে বলবৎ করা হয়েছে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ থেকে। এদিকে বিবেচনায় বলা যায়, কারো পূর্বে আইনের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকারকে পিছনের দিন দিয়ে (রেট্রসপেক্টিভ) বাতিল করা যায় না। কাজেই '৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব হরণের নোটিফিকেশন অবৈধ ও আইনগত ক্ষমতা বহির্ভূত।

সংবিধানের পরিপন্থী

ব্যারিস্টার এ, আর, ইউসুফ বলেন, বাংলাদেশ সিটিজেনশীপ (টেম্পরারী প্রভিশন্স) আদেশের ৩নং অনুচ্ছেদের বিধান সংবিধান পরিপন্থী। ঐ অনুচ্ছেদে নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারকে অবাধ, নিয়ন্ত্রণহীন ও একতরফা ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই বিধানের ফলে সরকার খুশীমত যাকে ইচ্ছা তাকে নাগরিকত্ব দিতে পারেন, আবার কারো নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে পারেন। কারও নাগরিকত্বের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে এর প্রতিকারার্থে কখন, কি ধরনের, কিভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে আলোচ্য অনুচ্ছেদে তার কোন দিক নির্দেশনা নেই। কারো নাগরিকত্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের এই অবাধ, নিয়ন্ত্রণহীন এবং দিক নির্দেশনা বিহীন ক্ষমতা দান সংবিধানের ২৭ ও ৩১ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। কাজেই ৭২ সালের সিটিজেনশীপ (টেম্পরারী প্রভিশন্স) আদেশের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ সংবিধান পরিপন্থী হওয়ায় বাতিলযোগ্য। এর সমর্থনে তিনি সুপ্রীম কোর্টের ডাঃ নূরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র মামলার রায়ের

www.pathagar.com

উল্লেখ করে বলেন, সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের ৯ (২) ধারায় গাইড না থাকায় এটাকে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে ক্ষমতা ও সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের ক্ষমতা সম্পর্কিত যথাক্রমে ২৭ ও ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেন।

সংবিধান মতে নাগরিক

ব্যারিস্টার এ, আর, ইউসুফ বলেন, সংবিধানের ১২২ নম্বর ধারা মতেও অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক। অধ্যাপক গোলাম আযমকে ১৯৮৩ ও ১৯৯০ সালের ভোটার করা হয়। সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে, দেশের নাগরিক ছাড়া অন্য কেউ ভোটার হতে পারে না।

মামলার উপসংহার

অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের এ ভূখন্ডের ইসলামী আন্দোলনের প্রতীক। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আসল কারণ হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ঠেকানো। অধ্যাপক গোলাম আযম তাদের আসল টার্গেট নয়। তাদের আসল টার্গেট ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন। ইসলামী আন্দোলন যাতে এখানে বিজয়ী হতে না পারে সে জন্যই তার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। অধ্যাপক গোলাম আযম যদি তার নাগরিক অধিকারসহ মুক্ত হয়ে আসতে পারেন তবে তাঁর নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে। এ জন্যই তাঁকে কারাগারে রেখে কারাগারের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাকে রাজনৈতিকভাবে মুকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে আজ তারা ষড়যন্ত্র করছে। এ পর্যন্ত যে কয়টি সরকার অতীত হয়েছে তাদের সকলেই তাকে প্রতিপক্ষ মনে করে ভয় করেছে তার জন্মগত মানবিক অধিকারকে নির্বিকারভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তার নাগরিকত্ব সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল মাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে। প্রতিহিংসা ও ষড়যন্ত্র যতই তার বিরুদ্ধে করা হোক ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা ঠেকানো যাবে না। পরবর্তীতে একজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চই হোক আর সুপ্রীম

www.pathagar.com

কোর্টের আপীলই হোক আইন তার নিজস্ব গতিতে কাজ করতে পারলে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিক অধিকার ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য কারো নেই।

এক নজরে অধ্যাপক গোলাম আযম

- অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৪৬–৪৭ সেশনে ফজলুল হক মুসলিম হলের নির্বাচিত জি, এস, ছিলেন।
- ১৯৪৭–৪৮ সেশনে ডাকসু'র নির্বাচিত জি, এস, ছিলেন।
- ১৯৪৮–৪৯ সেশনেও ডাকসু'র নির্বাচিত জি, এস, হিসাবে জনাব গোলাম আযম দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় ভি, পি, ছিলেন জনাব অরবিন্দবোস।
- ১৯৪৮ সালের ২৭ শে নভেম্বর ডাকসুর জি,এস, হিসাবে জনাব গোলাম আযম তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানের ঢাকা আগমন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে তাঁর সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় মানপত্র পাঠ করেন, যেখানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার এবং বাংলা ভাষার গনদাবীর উল্লেখ ছিল।
- তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলাভাষার দাবীতে পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেফতার হন।
- ১৯৫২ 'র উত্তপ্ত দিনগুলিতে অধ্যাপক গোলাম আযম রংপুরে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কারাবরণ করেন। তখন তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করতেন। জনাব আযমের সাথে অন্য যে দুজন অধ্যাপক কারাবরণ করেন, উনারা হলেন, অধ্যাপক জমির উদ্দিন (বাংলা) ও অধ্যাপক কলিম উদ্দিন আহমদ (দর্শন)।
- ১৯৫৪ সালের তথাকথিত জন নিরাপত্তা আদেশে অধ্যাপক গোলাম আযম রংপুরে গ্রেফতার হন এবং কারাগারে থাকাকালে তাঁকে চাকুরীচ্যুত করা হয়।

www.pathagar.com

- ১৯৬৩ সনে স্বৈরাচারী আইয়ূব খানের উৎখাতের আন্দোলন ও মৌলিক মানবাধিকার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে নয় মাইল ব্যাপী গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে জনাব গোলাম আযম বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেন।

- ১৯৬৪ সালের ৭ই জানুয়ারী স্বৈরাচার আউয়ূব উৎখাত অন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে জনাব গোলাম আযমকে লাহোরে গ্রেফতার করা হয়। দুই মাস কারাবরণ করে পূর্ব পাকিস্তানে এলে এখানেও তিনি গ্রেফতার হন এবং তাঁকে আরো ছয়মাস পূর্ব পাকিস্তানে জেল জীবন কাটাতে হয়।

- ১৯৬৪ সালের ২০শে জুলাই আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য বিরোধীদল সহ গঠিত COP (Combined Opposition Parties) এর মাধ্যমে অধ্যাপক গোলাম আযম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

- ১৯৬৭ সনে অধ্যাপক গোলাম আযম পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) এর জেনারেল সেক্রেটারীর (পূর্বাঞ্চলীয়) দায়িত্ব পালন করেন।

- ১৯৬৯ সনে অধ্যাপক আযম DAC (Democratic Action Commitee)–এর কেন্দ্রীয় কমিটির সক্রিয় সদস্য হিসাবে আইয়ূব শাহীর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

- তিনি ১৯৭১ সনে ৩ রা ডিসেম্বর তারিখ পাকিস্তান থেকে ঢাকা আসার পথে পাক–ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে জেদ্দা ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং ১৯৭৭ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের বাইরে বিভিন্ন দেশে অবস্থান করেন।

- অতঃপর ১৯৭৮ সনে বাংলাদেশে ফিরে এসে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি ও বিনির্মানে আত্মনিয়োগ করেন।

- তিনি স্বৈরাচার এরশাদ শাহীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় বছর যুগপত আন্দোলনে সক্রিয় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেন।

www.pathagar.com

- তিনি ১৯৮৩ সনে নভেম্বর মাসে কেয়ার টেকার সরকার গঠনের ফরমূলা প্রদান করেন এবং তার ভিত্তিতে ১৯৯১ সনের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতীয় নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলও যখন সরকার গঠন করে ক্ষমতায় যেতে সক্ষম ছিল না তখন কোন বিনিময় ছাড়া অধ্যাপক গোলাম আযম ও তাঁর দল জামায়াতে ইসলামী নিঃস্বার্থভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সমর্থন দিয়ে জাতিকে আর একটি অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করেন।

জেনে রাখা ভাল

(১) অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের একজন অবিসংবাদিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। মুসলিম বিশ্বে–ব্যাপকভাবে পরিচিত একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক।

(২) ১৯২২ সালে ঢাকায় এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করেন এবং একই বিষয়ে রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন।

(৩) ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ডাকসুর (DUCSU) নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হয়ে বিখ্যাত বাংলা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন ও জেল খাটেন। পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আমীর হিসাবে ষাটের দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ডাক (DAC) কপ (COP) এর মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান শেখ মুজিবের হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করেন। কিন্তু পাক সরকার তা শুনেননি।

www.pathagar.com

(৪) ১৯৭১ সালে ২৫ শে মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের সমস্যার সমাধান হবে না মনে করে এ যুদ্ধে সমর্থন দিতে পারেন নি।

(৫) ২২ শে নভেম্বর ১৯৭১ করাচী যান এবং ৩ ডিসেম্বর ঢাকা ফিরে আসেন কিন্তু বিমান ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করতে না পারায় তিনি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হন।

(৬) ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করার পর ১৮ই এপ্রিল ১৯৭৩ বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক আদেশে অধ্যাপক গোলাম আযমকে আরো অন্য ৩৮ জন সহ বাংলাদেশী নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেন। এ সিদ্ধান্ত পূরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

(৭) ১৯৭৫ সালে সরকার পরিবর্তনের পর নূতন সরকার যাদের নাগরিকত্ব অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তাদেরকে নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্য দরখাস্ত করতে বলা হয়। অন্য সকলের আবেদন গৃহীত হলেও অধ্যাপক গোলাম আযমের দরখাস্ত গৃহীত হয়নি।

(৮) ১৯৭৮ সালে লন্ডন হতে ট্রাভেল ডকুমেন্ট হিসেবে পাকিস্তানী পাশপোর্ট ব্যবহার করে বাংলাদেশে আসেন। পাশপোর্ট জমা দেন বাংলাদেশের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে কিভাবে তিনি বাংলাদেশে আছেন জানতে চাইলে তিনি জানান তিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশী এবং সে অধিকারেই বাংলাদেশে আছেন। সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশীর মতই তিনি নিজ দেশে বাস করছেন।

(৯) ভোটার তালিকায় তাঁর নাম আছে। বাংলাদেশের দুজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস ও জনাব বদরুল হায়দার চৌধুরী তাঁর কাছে তাঁর পার্টি জামায়াতে ইসলামীর ভোট চাইতে আসা, ও সাংবাদিক সম্মেলন সহ অন্যান্য কাজ কর্মই প্রমাণ করে তিনি বাংলাদেশী নাগরিক হিসাবে অধিকার ভোগ করে আসছেন। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ভোটের দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম

www.pathagar.com

বিরোধীদল তার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

(১০) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের দুজন জজের মধ্যে একজন জজ তাকে বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

(১১) বর্তমানে এ লেখা পর্যন্ত তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারে বিগত ২৪–০৩–১৯৯২ থেকে অবস্থান করছেন। সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে ৭০ বছর বয়োবৃদ্ধ নেতাকে কারাগারে রাখা হয়েছে।

আড়াই মাসে শত্রু কর্তৃক হামলার খতিয়ান

১। ৫ই মার্চ ঃ রাত ১০ টায় দিনাজপুর জেলা সেক্রেটারী জনাব মোস্তফা কামাল ছুরিকাহত, সদর হাসপাতালে ভর্তি।

২। ৭ই মার্চ ঃ দৈনিক সংগ্রাম ও জামায়াত অফিসে হামলা, ৫ জন আহত, গাড়ী ভাংচুর।

৩। ১২ই মার্চ ঃ দৈনিক সংগ্রামে হামলা ও ভাংচুর।

৪। ১৬ই মার্চ ঃ মগবাজার নয়াটোলাস্থ ৬৬ নং ওয়ার্ড অফিসে ককটেল নিক্ষেপ।

৫। ১৭ই মার্চ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুজিব হল শাখার শিবিরের সেক্রেটারী আব্দুল বাতেন জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্রলীগ (না–শ) কর্মীদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন।

৬। ১৮ই মার্চ ঃ পাবনায় শিবির অফিস, দোকানপাট ও ইসলামী ব্যাংকে হামলা, ১৫ জন আহত। এস এম হলের তারাবীহ নামাজের ইমাম হাফেজ মাসুম বিল্লাহর পায়ের রগ কেটে নিয়েছে।

ঃ সকাল ১০টায় জসীম উদ্দিন হলে একজন শিবির কর্মীকে প্রহার করা হয়।

৭। ১৯ শে মার্চ ঃ শিবির কর্মী সন্দেহে আওয়ামী লীগ কর্মী আবুল কাশেম ও ছাত্র দল কর্মী সেলিম হোসেন ভূঞা প্রহৃত।

www.pathagar.com

ঃ পার্বতীপুরে জামায়াত কার্যালয়ে হামলা ও ভাংচুর ছাত্র লীগ (ইনু) কর্তৃক কুরআন–হাদীসে অগ্নিসংযোগ।

চাঁদপুর রমজানের মিছিলে হামলা ৭/৮ জন আহত।

৮। ২০ শে মার্চ ঃ মানিকগঞ্জে তিতুমীর একাডেমীতে হামলায় জেলা সেক্রেটারী জনাব সহিম উদ্দিন ও অধ্যক্ষ আলী আকবর সহ ৫ জন আহত। মামলা করা হয়েছে।

৯। ২১ শে মার্চ ঃ দাড়ি রাখার অপরাধে ছাত্রদলের জসীম উদ্দিন হলের জাফর আহমাদের কান কেটে নিয়েছে বাংলা একাডেমীর সামনে।

ঃ ঢাকা মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু ২৩ জন ছাত্র এবং ১ জন অভিভাবক প্রহৃত।

১০। ২৩ শে মার্চ ঃ বাসাবোর ইসলামী পাঠাগারে হামলা। কুরআন–হাদীস–ইসলামী সাহিত্যে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

১১। মোঃ নাসির উদ্দিন পারভেজ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করে ফেরার পথে মধুর ক্যান্টিনের কাছে হত্যার জন্য ধরে নিয়ে মারধর করে, গুলি করে, পুলিশ উদ্ধার করে।

১২। আব্দুল বাসেত ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিব হলের সেক্রেটারী। তাকে হত্যার জন্য ব্যাপক মারধর করে, গলায় ছুরি চালিয়ে দেয়, চারতলা থেকে ফেলে দেয়ার মুহূর্তে তাকে ছাত্ররা উদ্ধারকরে।

১৩। রংপুর ঃ রংপুর শিবিরের মেসে আক্রমন করে ২ জনকে ছুরিকাঘাত করে।

১৪। ঃ ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ৪টি ইফতার মাহফিলে আক্রমন করা হয়।

১৫। কাউসার হোসাইন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হামলা করা হয়।

১৬। ২৬ শে মার্চ ঃ খুলনায় রাতে শিবির অফিসে হামলা করে শিবির কর্মী

www.pathagar.com

আমিনুল ইসলাম বিমানকে হত্যা করা হয়। মামলা করা হয়েছে।

২রা এপ্রিল ঃ আওয়ামী লীগ নেত্রকোণায় জামায়াতের মিছিলে হামলা করে ৩ জনকে আহত করে।

১৭। ১০ই এপ্রিল ঃ কিশোরগঞ্জে জামায়াতের মিছিলে আওয়ামী লীগ হামলা করে। পুলিশ অফিস থেকে লাঠি সোটা নিয়ে যায়।

১৮। ১১ই এপ্রিল ঃ মাদারীপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নীলফামারীতে জেলা সেক্রেটারী ও আমীর আহত, কাজীপুর, হবিগঞ্জ, গৌরনদী, লালমনিরহাটে গণআদালতীরা হামলা করে। গোপালগঞ্জে জামায়াত অফিসে ও শিবিরের মেসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ফরিদপুরে আহত ৫০, মাদারীপুরে ৫, হবিগঞ্জে গ্রেফতার ১৬, ২ জন জামিনে মুক্তি পেয়েছে। সব জায়গায়ই থানায় জিডি করা হয়েছে। নীলফামারী ও হবিগঞ্জে মামলা চলছে।

১৯। ১১ই এপ্রিল ঃ রাতে ঝিনাইদহে জামায়াত কর্মী আবু জাহিদকে গণআদালতীরাহত্যা করে। মামলা করা হয়েছে।

২০। ১৫ই এপ্রিল ঃ গণআদালতীরা হবিগঞ্জ ও জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় জামায়াতের মিছিলে হামলা করে। হবিগঞ্জে ২ জন শিবির কর্মীর পায়ের রগ কেটে দেয়া হয়। ইসলামপুরে পুলিশে পিটিয়ে ১ জন জামায়াত কর্মীর হাত ভাংগে, তিনজনকে গ্রেফতার করে ও ৩ জনকে গণআদালতীরা আঁহত করেছে। হবিগঞ্জে মামলা করা হয়েছে।

২১। ১৬ই এপ্রিল ঃ সকালে যশোর শহর শিবির সেক্রেটা–রীকে মারধর করেছেছাত্রলীগ।

২২। ১৭ এপ্রিল ঃ রংপুরে ১৪৪ ধারা জারী করে জামায়াতের জনসভা বন্ধ করেদেয়।

২৩। ১৯ শে এপ্রিল ঃ রংপুরে জামায়াতের মিছিলে গণআদা– লতীদের হামলা ৭/৮ জন আহত ৬ জন গ্রেফতার।

www.pathagar.com

২৪। ২০ শে এপ্রিল ঃ বগুড়ায় শিবিরের মিছিলে ছাত্রলীগ হামলা করেছে।

২৫। ২২ শে এপ্রিল ঃ গাজীপুরে জামায়াতের কর্মীদের উপর হামলা করে ৫ জনকে আহত করা হয়েছে।

২৬। ২৩ শে এপ্রিল ঃ টংগীতে জামায়াতের রুকন মাওলানা সোলায়মান ফারুকীর উপর হামলা ও গুলি বর্ষন করে, গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।

২৭। ২৬ শে এপ্রিল ঃ নরসিংদীতে শিবিরের মিছিলে হামলায় ৮ জন আহত।

২৬ শে এপ্রিল ঃ সিরাগঞ্জের শাহাজাদপুর উপজেলায় ১৪৪ ধারা জারী করে জামায়াতের জনসভা বন্ধ করে দেয়।

২৮। ২৭ শে এপ্রিল ঃ গাইবান্ধা জামায়াত আয়োজিত জনসভায় ১৪৪ ধারা জারী, জামায়াত–শিবির অফিসে হামলা, ৬০ জন আহত।

২৯। ২৮ শে এপ্রিল ঃ জামায়াতের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী গাইবান্ধা নিবাসী মাওলানা আবদুল গফুরের বাসায় অগ্নিসংযোগ।

৩০। ২৯ শে এপ্রিল ঃ কুমিল্লা ও মিঠাপুকুরে ১৪৪ ধারা জারী করে জামায়াতের জনসভা বন্ধ করে দেয়।

ঃ জামালপুর জেলায় ১৪৪ ধারা জারী করে জামায়াতের জনসভা হতে দেয়া হয়নি।

৩১। ৩০ শে এপ্রিল ঃ মোমেনশাহীর ফুলপুর উপজেলায় জামায়াতের মিছিলে হামলা করে। গণআদালতীরা ১ জনকে আহত করেছে।

৩২। ১১ই মে ঃ সাতক্ষীরায় গণআদালতীদের হামলায় ৫ জন শিবির কর্মী আহত।

৩৩। ১১ই মে ঃ কুমিল্লায় ১১৯ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সবাই মুক্তি পেয়েছে।

৩৪। ১১ই মে ঃ চট্টগ্রামে হরতাল চলাকালে শ্রমিক নেতা আবু তাহেরসহ ২ জনকে ছুরিকাহত করা হয়েছে। চট্টগ্রামে রেলওয়ে

www.pathagar.com

এমপ্লয়ীজ লীগ অফিস পতেঙ্গায় শ্রমিক কল্যাণ অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

৩৫। ১১ই মে ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ জন শিবির কর্মীকে গণআদালতীরা আহত করেছে।

৩৬। ১২ই মে ঃ বেলকুচি উপজেলাতে গণআদালতীরা জামায়াত কর্মী আঃ মান্নানের বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে।

৩৭। ১৩ই মে ঃ সিরাজগঞ্জে নির্মূল কমিটির হামলায় জামায়াত নেতা আবুল কাসেম নিহত, ৫০ জন আহত হয়েছে। মামলা করাহয়েছে।

৩৮। ১৩ই মে ঃ জামালপুর জেলার মালোন্দ উপজেলা নাযেম অধ্যাপক আবদুল বারীকে গণআদালতীরা গুরুতরভাবে আহত করেছে।

৩৯। ১৩ই মে ঃ মৌলভী বাজারের কুলাউড়া উপজেলা জামায়াতের নাযেমকে জাসদ ছাত্র লীগের (ইনু) কর্মীরা আহত করেছে।

শাহাদাতের নজরানা 'দশটি গোলাপ'

অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ইতিমধ্যে যে কয়জন ভাইকে শহীদ হতে হয়েছে তারা হলেনঃ

১। শহীদ শেখ আমিনুল ইসলাম বিমান (সাথী) খুলনা(২৫ শে মার্চ)

২। শহীদ আবু জাহিদ (কর্মী জাঃই) ঝিনাইদহ (১১ই এপ্রিল)

৩। শহীদ আবুল কাশেম (রুকন) সিরাজগঞ্জ (১৩ই মে)

৪। শহীদ ইকবাল হোসাইন–ঠাকুরগাঁ (২রা জুন)

৫। শহীদ নজরুল করিম চট্টগ্রাম (৪ঠা জুন)

৬। শহীদ সানোয়ার হোসাইন (রুকন) ফরিদপুর (২০ শে জুন)

৭। শহীদ মনসুর আলী (সাথী) কুড়িগ্রাম (২১ শে জুন)

www.pathagar.com

৮। শহীদ আজিবুর রহমান (সাথী) রাজশাহী (৭ই জুলাই)

৯। শহীদ সাইজুদ্দীন (কর্মী) মুন্সীগঞ্জ (১৮ই জুলাই)

১০। শহীদ আতিকুল ইসলাম দুলাল (কর্মী) মুন্সীগঞ্জ (১৮ই জুলাই)

এছাড়া অগনিত ভাই আহত হয়ে এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ঘাতক কমিটি বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ চালিয়ে দিনাজপুরের নায়েবে আমীর এডভোকেট আবুল কাশেমকে আহত করে। জামায়াতের সাবেক এমপি যশোরের জামায়াত নেতা এডভোকেট নুর হুসাইন সহ আরো অনেকে আহত হয় ঘাতক কমিটির আক্রমণে। উল্লেখ্য যে দশজন শহীদের মধ্যে তিনজন জামায়াতের ও বাকী সাতজনই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের। বইটি মুদ্রণকালে ১৩ ই অক্টোবর জামায়াত কর্মী মাওলানা আব্দুল মতিন আঘাত প্রাপ্ত হন ইসলামের শত্রুদের দ্বারা এবং দীর্ঘ ৭৫ ঘন্টা অজ্ঞান অবস্থায় থাকার পর ১৬ ই অক্টোবর শুক্রবার শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ আব্দুল মতিন তার আপাকে বলেছিলেন আমার জন্য তিনটি দোয়া করবেন (১) আমি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের উপর থাকতে পারি। (২) আমি যেন শহীদ হতে পারি। (৩) আমার শাহাদাত যেন জুমআর দিনে হয়। আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করেছেন। গত ২২ শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে আরো একজন ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী মোঃ সাইফুল ইসলামকে গুম করে হত্যা করে ইসলামের দুশমনেরা। এমনিভাবে শহীদের তালিকা বেড়েই চলেছে।-------- "সকল কিছুর বদলাতে দাও খোদা তোমাররাজ।"

গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জামায়াতের সাংবাদিক সম্মেলন
সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব আব্বাস আলী খানের ভাষণঃ

তারিখঃ ২৪–০৩–৯২ ইং

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনারা জানেন যে গতকাল গভীর রাতে জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রতি ত্রকটি অন্যায় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়েছে। আমরা এজন্য তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশকরছি।

অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশী এবং তাঁর পূর্ব পুরুষগণ বাংলাদেশের ভু–সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি যেহেতু কখনও তাঁর নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেননি সেহেতু জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে। সুতরাং ইহা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নয়।

তাছাড়া বিগত ১৪ বছর যাবত বাংলাদেশে নিজ বাসভবনে তিনি বসবাস করে আসছেন সরকার ল অব একুইসেন্স মুতাবেক স্বীকার করে নিয়েছেন যে, অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক এবং ইহা সরকার এখন আইনতঃ অস্বীকার করতে পারেনা।

আমরা ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছি যে, যারা ঘোষণা দিয়ে আইন হাতে তুলে নিল এবং দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির পায়তারা চালালো এবং এখনও তৎপর তাদের ব্যাপারে সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলো। যারা সংবিধান লংঘন করলো আদালত অবমাননা করলো প্রকারান্তরে সরকার তাদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে একটি কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১৯৮৬ সালে সাবেক সরকার অনুরুপ একটি নোটিশে জানতে চেয়েছিলেন যে, অধ্যাপক গোলাম আযম বিনা ভিসায় দীর্ঘদিন কিভাবে আছেন। তার জবাবে তিনি পরিস্কার বলে দিয়েছিলেন যে "আমি জন্মগতভাবে বাংলাদেশী নাগরিক। জন্মগত নাগরিক অধিকার হরণ করার কোন এখতিয়ান কোন সরকারেরনেই।"

তাঁর এ জবাবের পর বিগত ২২ শে মার্চ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য আসেনি। ফলে আমরা আস্বস্ত হয়েছি এবং অধ্যাপক গোলাম

www.pathagar.com

আযম জামায়াতের গঠনতন্ত্র মুতাবেক নির্বাচিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে আমরা গত ডিসেম্বর মাসেই আমাদের বক্তব্য দিয়েছি।

বিগত ১০ই মার্চ তারিখ সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনালেন ও সংসদীয় দলনেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর পক্ষ থেকে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তথাকথিত গণআদালতের উদ্যোক্তাগণ দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে গৃহযুদ্ধ বাধাতে চায়। তাঁর এ আশংকা অমূলক ছিলনা। বিগত দুই সপ্তাহে দেশে একটি চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকাশ্যে নির্মূল করা হবে, উৎখাত করা হবে, রাজাকারদের রক্তে আমাদের হাত রঞ্জিত করবো, তালিকা তৈরী হচ্ছে, বাড়ী চিহ্নিত করা হচ্ছে, চিঠি ও টেলিফোনে হুমকী দেয়া হচ্ছে, পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গঠন করে জামায়াত–শিবিরের উপর হামলা চালানোর কথা প্রচার করা হচ্ছে বায়তুল মোকাররম মসজিদ বন্ধের হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সংবাদপত্র সাংবাদিকতার নীতিমালা লংঘন করে অধ্যাপক গোলাম আযম ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে চরম উস্কানীমূলক প্রচারণা চালাচ্ছে। তথাকথিত গণআদালত বাস্তবায়নের জন্য সুইসাইড স্কোয়াড এবং মৃত্যুঞ্জয় স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে। যার হাতে যা আছে তা নিয়েই দলে দলে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে হাজির হবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রতিদিন উস্কানীমূলক বক্তব্য, বিবৃতি, লেখা ও ছবি প্রকাশ করে পরিবেশ উত্তপ্ত করা হচ্ছে। সংবাদপত্রে মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী ছেপে হিংসা বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা পরায়নতাও জিঘাংসা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে ইতিমধ্যেই দেশের শান্তিকামী মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে জামায়াতে ইসলামী ও শিবির কর্মীদের এবং টুপি দাড়ি ওয়ালাদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। ছাত্রাবাসের ঘুমন্ত ছাত্রকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে প্রহার করা হয়েছে, রাস্তায় টুপি আর দাঁড়ি দেখে হামলা চালানো হয়েছে, অনেকের উপর পৈশাচিক হামলা চালানো হয়েছে। সর্বসম্মতভাবে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে ঐতিহাসিক শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল তা যেন আজ গুটিকতক সন্ত্রাসী ও স্বেচ্ছাচারীর হাতে বন্দী।

www.pathagar.com

শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে গিয়ে অতীতেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। একটি গভীর ষড়যন্ত্র যেন দেশকে গ্রাস করতে উদ্যত।

এহেন এক পরিস্থিতিতে সরকারের বিরাট দায়িত্ব। তথাকথিত গণআদালতের দাবীদারদের সাথে সাথে থামিয়ে দেয়া তাঁর উচিত ছিল। এখনও সময় থাকতে সরকার যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনে ব্যর্থ হন তাহলে তার দায়–দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আমাদের আবেদন নন–ইস্যু বানানোর রাজনীতি কিংবা অধ্যাপক গোলাম আযমের কথা তুলে নিজেদের নিদারুন ব্যর্থতা ঢাকার রাজনীতির দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। দেশের জনগণ জানে এ যাবত কারা ক্ষমতায় ছিলেন বা আছেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের দল এখনও ক্ষমতায় যায়নি। দেশের জনগণের ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, দূনীতি, জানমালের নিরাপত্তা বিধান, নৈতিক অবক্ষয় রোধসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব ছিল অতীত ও বর্তমান সরকারের। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য কোন সরকারই এ ব্যাপারে সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেননি।

অতীতে কে কি পালন করেছিলেন তা আজ মূখ্য নয়। বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোন দল বা নেতা দেশকে কি দিতে পারবেন সেটাই বড় কথা। অধ্যাপক গোলাম আযম একজন ভাষা সৈনিক, সুযোগ্য রাজনীতিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী দেশের জনগণের নিকট একথা প্রমাণ করেছে যে জামায়াত একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের সংগ্রাম চালিয়ে জামায়াত ইতিমধ্যেই দেশের জনগণকে একটি গঠনমূলক রাজনীতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অতীতে অনেকেই গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জনগণের মূল সমস্যা চিহ্নিত করে সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য (ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন অধ্যাপক গোলাম আযমের মধ্যে সেসব গুণাব' সমন্বয় ঘটেছে। আর তাই সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা অধ্যাপক গোলাম আ

www.pathagar.com

মৌলবাদের খুটি বলে আখ্যায়িত করছে। অথচ আজকে কে না জানে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সারা দুনিয়ায় ইসলামের বিজয় ঠেকাতে বদ্ধপরিকর। ওদের টার্গেট আপাততঃ অধ্যাপক গোলাম আযম হলেও আসল টার্গেট ইসলাম। তাই আপনাদেরকে পরিস্থিতির গভীরতা উপলব্ধি করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান ধৈর্যের সহিত পরিস্থিতি মুকাবিলা করুন। সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের ঘোষণা দিয়ে সুবিচার করুন ও সকল বিভ্রান্তিরঅবসানকরুন।

রাজধানীতে অর্ধ লক্ষাধিক জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সারাদেশে বিক্ষোভ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ–এর আমীর ও প্রবীণ জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাজধানীসহ সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দেশের সর্বত্র জনগণ সরকারের এই অন্যায় ও হটকারী সিদ্ধান্তের প্রতি ধিক্কার ও নিন্দা জানিয়েছে। অধ্যাপক গোলাম আযমের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করে বিভিন্ন সংগঠন বলেছে সরকার শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে অবিলম্বে তার মুক্তি না দিলে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। রাজধানীতে অর্ধলক্ষ লোকের বিশাল সমাবেশ, বন্দরনগরীতে ৪০ হাজার লোকের মিছিল, রাজশাহী ও খুলনা মহানগরীতে স্মরণাতীতকালের বিশাল মিছিলসহ সারাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের খবর এসেছে।

চট্টগ্রামে জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম গ্রেফতার হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে বন্দরনগরীসহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে মঙ্গলবার অধিক রাত পর্যন্ত এবং গতকাল বুধবার দিনভর সর্বস্তরের বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল সমাবেশ হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের প্রবীণ নেতাকে গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে তাকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার দাবীতে স্থানীয় রাজনৈতিক, ছাত্র, শ্রমিক, পেশাজীবি ও সামাজিক সংগঠনসমূহের বিবৃতি দান অব্যাহত রয়েছে। জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার

www.pathagar.com

উদ্যোগে গতকাল বাদ জোহর আন্দিরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ চত্বরে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ শেষে ১০ হাজারের বেশী লোকের অংশগ্রহণে বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল বন্দর নগরী প্রদক্ষিণ করে। মহানগরী জামায়াতের আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের উক্ত সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে বলেন, মুক্ত গোলাম আযমের তুলনায় বন্দী গোলাম আযম অনেক বেশী শক্তিশালী। সারাদেশে হাজারো গোলাম আযম ইসলামী আন্দোলনকে জোর কদমে এগিয়ে নেবে ইনশাআল্লাহ। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন জামায়াতের সাংগঠনিক সেক্রেটারী মওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী।

রাজশাহী মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবীতে স্মরণকালের বৃহত্তম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সাহেব বাজারে। মহানগরী আমীর জনাব আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে এ সমাবেশে প্রায় ১০ হাজার লোক সমবেত হয় ও আমীরে জামায়াতের মুক্তি দাবী করে।

খুলনা মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে বিরাট সমাবেশ ও মিছিল বের হয়। সমাবেশে খুলনা মহানগরী আমীর এডভোকেট আনসার উদ্দীনের সভাপতিত্বে বক্তাগণ অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তি দাবী করেন।

এছাড়া বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলা উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট মুক্তি দাবী করে স্মারকলিপি দেয়া হয়।

লন্ডনে বিক্ষোভঃ মুক্তি দাবী

২৬ শে মার্চ বুধবার লন্ডনে অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও তাঁকে বিনাশর্তে অনতিবিলম্বে মুক্তির দাবীতে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ এ বিক্ষোভের আয়োজন করে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব মোঃ মুসলেহউদ্দিন, মামুন আল আযমী, মাওলানা আব্দুল

www.pathagar.com

আওয়াল ও চৌধুরী মঈনুদ্দীন প্রমুখ। মিছিল কারীরা হাই কমিশনারের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। ব্যানার, প্ল্যাকাডে সুসজ্জিত মিছিলকারীরা 'খালেদা যদি বাঁচতে চাও, গোলাম আযমকে ছেড়ে দাও, রাম বাবুরা দিল্লী যাও। ভারতীয় দালালরা হুশিয়ার সাবধান জেলের তালা ভাংবো গোলাম আযমকে আনবো ইত্যাদি শ্লোগান দেয়।

দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ার

দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ার ২৫ শে মার্চ আড়াইটায় লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল বের করে। দাওয়াতুল ইসলামের আমীর জনাব আব্দুস সালাম এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব মাওলানা মওদুদ হাসান, ও আরমান আলী। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মাওলানা আবু শরীফ ও জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আব্দুল হামিদ চৌধুরী। অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতারের নিন্দা ও অবিলম্বে মুক্তি দাবী করে হাই কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে।

সৌদি আরবে প্রবাসীদের দাবী

সৌদী আরবের দাম্মাম থেকে ৩৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক বিবৃতিতে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তি ও নাগরিকত্ব পূনর্বহালের দাবী জানিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত জন্মগত অধিকার নাগরিক অধিকার। এ অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে কারাগার থেকে বিনাশর্তে মুক্তি দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধিবাসীদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিদাতারা বিদেশী পদলেহীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যকে সুসংহত করার আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন জনাব সিরাজুল ইসলাম, ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক, ডাঃ সুলতান আহাম্মদ, ডঃ আবু সুফিয়ান, আব্দুল মালেক, আব্দুর রশিদ, সালাউদ্দীন তালুকদার প্রমুখ।

www.pathagar.com

ইরানে অবস্থানরত বাংলাদেশী ডাক্তারদের বিবৃতি

ইরানে প্রবাসী বাংলাদেশী ডাক্তারগণ এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পূনর্বহাল সহ তাকে মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন অধ্যাপক গোলাম আযম মুসলিম বিশ্বের একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। নাগরিকত্ব হরণ যাদেরই করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক গোলাম আযম ছাড়া আর সবার নাগরিকত্ব পূনর্বহাল করা হয়েছে। নাগরিকত্ব পূনর্বহাল হবার পর তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রী, ডেপুটি স্পীকারের পদ অলংকৃত করেছেন। অথচ অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশী নাগরিক হওয়া সত্বেও অন্যায়ভাবে তার নাগরিকত্ব কেসটি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যা দেশীয়, আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

বিবৃতিদাতারা আইন আদালত উপেক্ষা করে গণআদালত গঠনকারীদের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, সরকার আইন শৃখলা রক্ষায় মারাত্মক দূর্বলতার পরিচয় দিয়েছে। তারা গণতন্ত্রের বিকাশ রক্ষায় বিরোধীদল সহ বুদ্ধিজীবিদের প্রতিও আহ্বান জানান।

বিবৃতিদাতারা হচ্ছেন সর্ব জনাব

ডাঃ আবু আম্মার, ডাঃ মুহাম্মদ উল্লাহ, ডাঃ আমিনুর রহমান, ডাঃ মহসিন, ডাঃ আব্দুস সালাম সিদ্দীক, ডাঃ দেলওয়ার হুসাইন, ডাঃ মাহমুদুল হক, ডাঃ খন্দকার নাজমুল হুদা, ডাঃ রুহুল আমীন, ডাঃ সায়েমা বেগম, ডাঃ মাহমুদা খাতুন, ডাঃ এম,জামাল খান প্রমুখ।

আমেরিকার শিশু কিশোরদেরও দাবী

অধ্যাপক গোলাম আযম একজন অকুতোভয় ভাষা সৈনিক এদেশে বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। সর্বোপরি

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাঁর পরিচয় বহুবিদ। মেধাবী ছাত্র, সংগ্রামী পুরুষ ত্যাগী নেতা, সুবক্তা, লেখক চিন্তাবিদ। এত পরিচিত, এত অবদান থাকা সত্ত্বেও তিনি আজ লৌহযবনিকার ওপারে। বিনা কারণে এদেশে পরবাসী।

স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের সূচনাতে ১৯৮৩ সালের অধ্যাপক গোলাম আযমই গণতন্ত্র উত্তরণের লক্ষ্যে, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কেয়ার টেকার সরকারের ফর্মূলা সর্বপ্রথম উথাপন করেছিলেন। ঠিক সে পথেই দেশে হয়েছে সুষ্ঠু নির্বাচন। আর অধ্যাপক আযমের নেতৃত্বাধীন সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর সহযোগিতায় ক্ষমতাসীন হয়েছে বিএনপি সরকার। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, সে সরকারই নৈরাজ্যবাদী মহলের নীল নকশার কাছে নতি স্বীকার করে তাঁকে কারাবন্দী করেছে বিগত ২৪ শে মার্চ। এই প্রবীণ জননেতাকে জন্মগত নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করে পবিত্র মাহে রমযানে রাতের আধাঁরে গ্রেফতার করার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ যে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, তা এখনও থামেনি।

বিদেশী সেবাদাস মহলের হীন চক্রান্তের শিকার হয়েছেন গোলাম আযমের মত নিঃস্বার্থ নেতা ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ। আর গণতান্ত্রিক হিসেবে পরিচিত সরকার সন্ত্রাসী 'গণআদলতী'দের চাপে তাঁকে জেলে পাঠিয়ে ও তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ করে পরিচয় দিয়েছে কাপুরুষতার। তাই অধ্যাপক আযমের নিঃশর্ত মুক্তি ও আশু নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জোর দাবী উঠেছে দেশের আনাচে–কানাচে। টেকনাফ থেকে তেতুঁলিয়া, সাতক্ষীরা থেকে পাথালিয়া। হৃদয় থেকে উৎসারিত এই দাবী অনুরণিত হচ্ছে বিদেশেও। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির সপক্ষে গত ক'মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে এসেছে বহু তারবার্তা ও বিবৃতি। সুদূর আটলান্টিকের ওপারেও তাঁকে কারা নির্যাতিত করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে নানা সংগঠন। এমনকি কচি কিশোর সোনামনিরাও এব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। তাদের কাঁচা হাতে লেখা বেশ কিছু চিঠি পাঠিয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে। এ

www.pathagar.com

গুলোতে অধ্যাপক আযমের মুক্তি ও নাগরিকত্বের আকুল আবেদন জানাবার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তাদের আন্তরিক আকাংখা।

পাঠকের আগ্রহ পূরণের জন্য এখানে নমুনা হিসেবে এমন কয়েকটি চিঠি তুলে ধরা হলো। ইস্ট ল্যানসিং–এর ১৪০১ ইম্পার্টান ভিলেজ থেকে রুবা রহমান লিখেছেন,

প্রিয় খালেদা জিয়া,

আপনি কেন গোলাম আযমকে বন্দী করলেন? আমরা জানি, তিনি নির্দোষ। ২২ বছরেও তাঁকে দোষী বানানো যায়নি। তবুও তাঁকে আপনি রেখেছেন কারাগারে। কেন, তা অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন।

শিকাগো'র ৫৫০ এন ক্রিশ্চিয়ানা থেকে আলী ক্বাদরী তার কাঁচা হাতে লিখেছে,

মাননীয়া 'খালিদা' জিয়া,

প্রিয় ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি প্রফেসর গোলাম আযমকে মুক্তি দেবেন? কারণ তিনি চমৎকার মানুষ। তিনি তো কোন ভুল করেননি। যদি তাঁকে জেলেই রেখে দেন, তেবে দেখুন বন্দী জীবন কেমন লাগে!

৬৩৩৮, এন,ফ্রান্সিসকো, শিকাগো থেকে হাসিব বাংলোরিয়া প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছে, ইমাম (নেতা) গোলাম আযমকে আপনি জেলে পুরেছেন শুনে খুব দুঃখ পেয়েছি। কারণ তিনি বন্দী হওয়ার কারণ হতে পারেন এমন কিছু করেননি। আপনি কি তাঁকে মুক্তি দিতে পারেন? বাংলাদেশকে আমরা খুব পসন্দ করি। ইমাম গোলাম আযম খুব ভালো মুসলমান। আশা করি তিনি মুক্তিপাবেন।

আকরাম লিখেছেন ৩৩০২ ডব্লু গ্রেনলেক, শিকাগো থেকে। তার বানানে ভুল থাকলেও মনের কথাটি বাংলাদেশের সরকার প্রধানকে জানাতে সে ভুল করেনি। তার আবেদন হলো–

www.pathagar.com

ইমাম গোলাম আযমকে মুক্তি দিন। ফিরিয়ে দিন তাঁর নাগরিকত্ব। তিনি একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও বিরাট জ্ঞানী। কেন তাঁকে জেলে রেখেছেন?

প্রিয় খালেদা জিয়া,

আপনি কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? আপনি কি একজন ভালো মুসলমান? আমি ভালো আছি। আপনি বাংলাদেশে কী করছেন? গোলাম আযম কেন আজ বন্দী? তাঁর নাগরিকত্ব ফেরত দিন।

ব্রিঃদ্রঃ আমার পত্রের জবাব দেবেন।

এই চিঠিটি দিয়েছে

জিবরান। সে থাকে ৩০৩৭ ডব্লু উইলসন, শিকাগো।

3037 W.WILSON
Chicago Ilgoeze
April 20,1992

সংগ্রাম, ২৯–৬–৯২ ইং

Dear Khalida Zia,

How are you doing? Are you fine? Are you a good Muslim? I am fine, what are you doing in Bangladesh? How did Ghulam Azam become a prisoner and restore his Citizenship?

Sincerely,
Gibran

অন্যান্য দেশে

এ ছাড়াও জাপান, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন সহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশে অবস্থানরত ইসলামী আন্দোলনের অসংখ্য সংগঠন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ মুহতারাম আমীরে জামায়াতের মুক্তি দাবী করে বাংলাদেশ সরকারের কাছে স্মারক, বার্তা, ফ্যাক্স ইত্যাদি পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের

www.pathagar.com

নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবীও সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবীতে স্মারকলিপি

তাং–১২ই এপ্রিল ১৯৯২

মাননীয় স্পীকার,

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আপনি অবহিত আছেন যে, বিগত ২৪শে মার্চ রাতে নৈরাজ্যবাদী গণআদালতীদের অবৈধ চাপের মুখে অন্যায়ভাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ–এর আমীর জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অধ্যাপক গোলাম আযম বংশানুক্রমে এবং জন্মসূত্রে একজন বাংলাদেশী। ডাকসু'র সাবেক জিএস এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের একজন অন্যতম সংগ্রামী সৈনিক। অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের একজন কৃতী সন্তান। আন্তর্জাতিক বিশ্বে সুপরিচিত একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং রাজনীতিবিদ।

৭০ বছর বয়স্ক, নিবেদিত প্রাণ, দেশপ্রেমিক এই নেতার প্রতি সরকার যে আচরণ করছে তা একটি সুস্পষ্ট জুলুম। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে একই আদেশে যে ৩৮ জনের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় তাদের মধ্যে মরহুম হামিদুল হক চৌধুরী, বিএনপি নেতা জুলমত আলী খান, বর্তমান ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান 'পন্নী, কাজী অদ্দুল কাদেরসহ যারাই দরখাস্ত করেন তাদের সকলের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হয়। জন্মগত নাগরিক অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না। জন্ম থেকেই তিনি বাংলাদেশে আছেন, বাধ্য হয়ে

www.pathagar.com

কিছু সময়ের জন্য তিনি দেশে অনুপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক আইনের সকল বিধান অনুযায়ীও অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ১৫ ধারা অনুযায়ী "প্রত্যেকেরই নাগরিকত্বের অধিকার রয়েছে এবং কাউকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বৈধ নয়।" বাংলাদেশ এই সনদেরস্বাক্ষরকারী।

সর্বোপরি বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আদেশ ১৯৭২ (অস্থায়ী বিধানাবলী) অনুযায়ী বাংলাদেশের সকলেই যেমন বাংলাদেশের নাগরিক অধ্যাপক গোলাম আযমও তেমন বাংলাদেশের নাগরিক। 'ল অব একুইসেন্স' মোতাবেকও তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। ১৯৮৬ সালে সরকার এক চিঠিতে জানতে চান যে, ভিসা ছাড়া আপনি বাংলাদেশে কিভাবে আছেন। অধ্যাপক আযম জানিয়ে দেন যে, জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তিনি নিজ দেশে আছেন। সরকার তার এ বক্তব্য প্রত্যাখান করেনি। বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় বিএনপি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী অধ্যাপক আযমের সাথে তাঁর মগবাজারস্থ বাসভবনে সাক্ষাত করেন এবং নির্বাচনে তাঁর দলের সংসদ সদস্যদের সমর্থন কামনা করেন। এভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বিষয়ক জটিলতার অবসান হয়ে গেছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে জানাতে চাই যে, সম্প্রতি অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা ও জঘন্য প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আওয়ামী লীগ শাসনামলে দালাল আইনে চার সহস্রাধিক লোকের বিচার হয়েছে, কালাকানুন বিধায় দালাল আইন বাতিল হয়েছে। যদি অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতো তাহলে অনুপস্থিতিতেও তাঁর বিচার হতে পারতো। যেহেতু কোন অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ছিল না তাই বিচারের প্রশ্নই উঠে না। পাকিস্তানের ৯৫ হাজার যুদ্ধবন্দী, ১৯৬ জন যুদ্ধাপরাধী বলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আওয়ামী লীগ শাসনামলে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ভিত্তিতে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ভিত্তিতে মুক্তি দেয়া হয়। এতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন। সুতরাং ২০ বছর পর

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচারের দাবী তোলা অবান্তর, অযৌক্তিক এবং জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করার হীন ষড়যন্ত্র।

মাননীয় স্পীকার, একটি চিহ্নিত মহল দেশের প্রচলিত আইন–আদালত ও সংবিধান লংঘন করে নৈরাজ্য সৃষ্টি এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রাকে নস্যাৎ করার জন্য বিগত ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে ঢাকায় তথাকথিত গণআদালতের নামে যে প্রহসন করে সরকার তাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। সরকারের এ ঘোষণা উপেক্ষা করে সন্ত্রাসী ঐ মহল আইন নিজ হাতে তুলে নেয় এবং অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচারের নামে উস্কানীমূলক, চরম হঠকারী ও অরাজক কর্মকান্ড চালায়। তারা বেআইনীভাবে দেশের একজন কৃতী সন্তানের চরিত্র হননের চেষ্টা করে। গণআদালতের উদ্যোক্তারা সেদিন রাজধানীতে দৈনিক মিল্লাত ও ইনকিলাবে অগ্নিসংযোগ ও হামলাসহ সন্ত্রাসী তান্ডব চালায়। রাস্তায় টুপি–দাঁড়িওয়ালা লোকদের উপর হামলা করে। তাছাড়াও ভূয়া আদালতের কতিপয় উদ্যোক্তা বায়তুল মোকাররম মসজিদের মাননীয় খতিবের প্রতি অশোভন আচরণ করে এবং মসজিদ বন্ধ করে দেয়ার হুমকি প্রদর্শন করে।

এখানেই শেষ নয়, গণআদালতীদের সমর্থকরা মাননীয় সিএমএম–এর কোর্টে হামলা চালায়। সম্প্রতি তারা হাই কোর্ট থেকে আত্মসর্ম্পণ করার নির্দেশ অমান্য করে হিংসা–বিদ্বেষ ও জিঘাংসা ছড়াচ্ছে। তারা রাষ্ট্র, সরকার, আদালতের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তাতে দেশের জনগণ উদ্বিগ্ন। শুরু থেকেই তাদের বেআইনী কর্মকান্ড কঠোরভাবে দমন করা হলে পরিস্থিতির এতটা অবনতি হতো না। আধিপত্যবাদের মদদপুষ্ট এই মহলটির ষড়যন্ত্র গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং এদের লক্ষ্য গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া। তাই সংসদ অভিমুখে এই বিশাল জনতার মিছিলের পক্ষ থেকে আমরা আবেদন জানাই অবিলম্বে সরকার কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত বেআইনী গণআদালতী সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করুন এবং তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের ব্যবস্থা করুন। জনতার এই বিশাল মিছিলের পক্ষ থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে দাবী জানাই বর্ষীয়ান জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

www.pathagar.com

করুন। আমরা মনে করি, জাতীয় সংসদ গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। আমরা আশা করি আপনার নেতৃত্বে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সংসদ জাতিকে দ্বিধা–বিভক্তি ও হানাহানি থেকে রক্ষা করবে এবং জাতীয় আশা–আকাংখা বাস্তবায়িত করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।"

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংসদের দিকে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি পৌছানোর জন্য পাঁচ সদস্যের একটি ডেলিগেশন সংসদে যান তাঁরা হলেন মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আব্দুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, এটিএম আজহারুল ইসলাম ও মোমিনুল ইসলাম পাটোয়ারী।

টার্গেট গোলাম আযম নয়, টার্গেট ইসলাম

বাংলাদেশে যাতে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সে জন্য দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার অনুচরদের মাধ্যমে এ ধরনের তৎপরতা দিন দিন জোরদার করছে। ইতিপূর্বে জনগণের ভোটে নির্বাচিত ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী সভায় হত্যা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে একই উদ্দেশ্যে। টুপী–দাড়িধারী মুসলমানদেরকে টার্গেট করে আহত করা হয়েছে একই কারণে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ঠ আলেম বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মুফতি ওবায়দুল হককে হুমকী প্রদর্শন ও মসজিদ মাদ্রাসায় তালা লাগানোর মত বক্তব্য একই কারণে দেয়া হচ্ছে। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র একই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এসব ঘটনা প্রমাণ করে আজকে তাদের টার্গেট অধ্যাপক গোলাম আযম হলেও তাদের আসল টার্গেট ইসলাম। সময় থাকতেই এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

www.pathagar.com

বায়তুল মোকাররমে খতীবের বক্তব্যঃ

"মৌলবাদ নির্মূলের নামে যারা হিংসা ছড়াচ্ছে তারা দেশ ও জাতির শত্রু"

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মুফতি ওবায়দুল হক বলেছেন, মৌলবাদ নির্মূলের নামে যারা দেশে হিংসা বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে তারা দেশ ও জাতির শত্রু এবং মানবতার দুশমন। বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুমার জামায়াতে খোৎবা দানকালে খতিব বলেন, হিংসা বিদ্বেষের স্থান ইসলামে নেই। ভালোবাসা সৃষ্টি করাই ইসলামের মূল কথা। ইসলামের সোনালী যুগের মুসলমানরা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। খতিব বলেন, সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম মানুষের মাঝে হানাহানি ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে। পরিণামে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়েছে। এজন্যই সমাজতন্ত্রের পতনের পর সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মানুষের নর–কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। যাকাত মূলতঃ একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আজ দু'একটি লুঙ্গি বা শাড়ী বিতরণ করে যাকাত আদায় করা হচ্ছে। এটা সত্যিকার অর্থে যাকাত আদায় নয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত আদায়ের ব্যাবস্থা করতে হবে। যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হলে দেশে মানুষের অভাব–অভিযোগ থাকবে না।

কাবা শরীফের ইমামের দোয়া

৩১–০৫–৯২

সৌদি আরব, মক্কা–বিকেল ৫–৩০টায় বাংলাদেশ সময় রাত ৮–৩০টায় কাবা শরীফের ইমাম এবং হারামাইন শরীফাইনের প্রেসিডেন্সীর প্রেসিডেন্ট শেখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল সুবাইলের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল হিসেবে সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল

www.pathagar.com

জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ও শিবির সভাপতি আজম ওবায়দুল্লাহসহ আমরা সাক্ষাত করি।

মুয়াজ্জাজ ইমাম সাহেবের বাসভবনে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে ৩৫ মিনিট ব্যাপী আলোচনা হয়। সম্মানিত ইমাম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর কার্যক্রমে আন্তরিকভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মুহতারাম ইমাম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এবং জামায়াতে ইমলামীর জন্য দোয়া করেন। হারাম শরীফের ভিতরে ও বাইরে দোয়া করতে থাকবেন বলে জানালেন। তিনি সেই সঙ্গে আশাবাদও ব্যক্ত করেন যে অধ্যাপক গোলাম আযম এবং জামায়াতে ইসলামী আরো জোরদার ভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি সবর, হিকমত ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করে দ্বীনের কাজ করে যাওয়ার জন্য পরামর্শদেন।

মুহতারাম ইমাম সাধাণরতঃ হাত তুলে দোয়া করেন না। কিন্তু সেদিন আমাদেরকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলে বাংলাদেশ ও গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করেন।

অ–আখেরে দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন। আমীন।।

—ঃসমাপ্তঃ—

www.pathagar.com